শহীদ ড.আব্দুল্লাহ আয্যাম ﵀

সালাত উম্মাহর ঐক্য

Scanned by CamScanner

সালাত : উম্মাহ্‌র ঐক্য

আর-রিহাব পাবলিকেশন্স

Scanned by CamScanner

মূল	ড. আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ
অনুবাদ	আর-রিহাব অনুবাদ টিম
সম্পাদনায়	সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
প্রকাশনায়	আর-রিহাব পাবলিকেশন্স
প্রকাশক	মো. হাবিবুর রহমান

Scanned by CamScanner

সালাত : উম্মাহ্‌র ঐক্য
শাইখ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ
অনুবাদ : আর-রিহাব অনুবাদ টিম

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়

আর-রিহাব পাবলিকেশন্স
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৯৭৩৫৬৩১১৬, ০১৯১০৭০৬০২৯

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০১৯ ইং

আমাদের সকল বই পেতে ভিজিট করুন

Pothikshop.Com	Rokomari.Com	Wafilife.Com
Sijdah.Com	Amaderboi.Com	Alfurqanshop.Com
Kitabghor.Com	Ruhamashop.Com	Boibazar.Com
Tariqzone.Com	Shobdaloy.Com	Islamiboi.Net
Niyamahshop.Com	Islami□boighor.Com	helpfulshop.□om

মুদ্রিত মূল্য : ২২০/-

Scanned by CamScanner

অর্পণ

জগতের সে সব মাজলুমের প্রতি।
যাদের জানা নেই তাদের উপর
কেন জুলুম করা হচ্ছে।

Scanned by CamScanner

সূচিপত্র

প্রাককথন ১১
সালাতের শর্তসমূহ ১৫
স্বাধীন নারীর সতর ১৭
জমহুর ইমামদের দলিল নিম্নরূপ ১৮
পুরুষের সতর ১৯
এক কাপড়ে সালাতের হুকুম ২০
কিবলামুখী হওয়া ২১
বাহনে আরোহি অবস্থায় সালাত আদায়ের হুকুম ২২
বাহনে বিতির সালাত ২৩
কাবা শরীফের উপরে ও ভিতরে সালাত ২৩
কা'বার অভ্যন্তরে সালাত ২৫
জুতা ও মোজার হুকুম ২৫
সালাতে কথা বলা ২৬
সালাতে কথা বলার হুকুম ২৭
সালাতে কাশি বা গলা খাঁকারি দেয়া ২৭
সালাতে অতিরিক্ত তাসবিহ-কিরাতের হুকুম ২৮
সালাতে দু'আ করার হুকুম ২৯
একটি হাদিস ও কিছু মাসআলা ২৯
সালাতের মধ্যে প্রয়োজন হলে উভয় হাত ব্যবহার করা যাবে ৩১
সালাতের মাকরূহ বিষয়াদি ৩২
সালাতে সুতরা প্রসঙ্গ ৩৩
সুতরার ধরণ-আকৃতি ৩৪
মুসল্লির সামনে দিয়ে কখন অতিক্রম করা যাবে? ৩৮
সালাতের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা ৩৯
তোমার নামায হয়নি : আবার পড়ো ৪০
তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত উঠানো ৪২
সালাতের রোকন ৪৩
সালাতের সুন্নতসমূহ ৪৭
সালাম ফেরানোর পর এই দোয়াগুলো পড়বে ৫৫
সালাতের গুরুত্ব ও ফযিলত ৫৬
সালাতে আরো কিছু মাকরূহ বিষয় ৫৮
সিজদায়ে সাহু ৬০

Scanned by CamScanner

সাজদায়ে সাহুর হুকুম ৬১
সাহু সিজদা সালামের আগে না পরে? ৬১
সাহু সিজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ ৬২
রাকাত সংখ্যায় সন্দেহ হলে ৬২
ইমামের ভুল ৬৩
মুক্তাদি যদি মাসবুক হয় তাহলে? ৬৩
সিজদায়ে শোকর ৬৪
সিজদায়ে শোকরের জন্য অজু জরুরী কি? ৬৫
সিজদায়ে তিলাওয়াত ৬৫
সিজদায়ে তেলাওয়াত কয়টি? ৬৭
ইসলামে জামাতের গুরুত্ব ৬৮
মহিলা এবং জামাত ৬৮
পুরুষ মহিলাদের ইমাম হবে ৬৯
মহিলাদের ইমামতি করা ৭০
মহিলাদের জন্য মহিলা ইমাম হওয়া ৭০
মুক্তাদি দাঁড়ানোর স্থান ৭২
কাতারের পিছনে মুনফারিদদের সালাত ৭৪
ইমাম হওয়ার জন্য অধিক উপযুক্ত ৭৫
ইমাম নির্ধারণের দ্রষ্টব্য ৭৬
ইমাম ও মুক্তাদি মাঝে বাঁধা থাকাবস্থায় ইক্তিদা ৭৮
ইমামের পিছনে প্রচার বা ঘোষণা ৭৮
খলিফা বানানো ৭৯
জামাতে অংশগ্রহণ না করার ওজর সমুহ ৭৯
মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তির সালাত ৮০
আরো কিছু তুলনামূলক কাঙ্খিত ছাড় ৮৪
মুসাফিরের সালাত কসর করা ৮৪
মুসাফিরের জন্য সালাত কসর করা নিয়ে আলেমগণের মতবিরোধ ৮৪
কসরের দুরত্বসীমা ৮৬
সফরে নফল সালাত ৯০
কসর কখন শুরু করবে? ৯২
মুসাফির সালাত পূর্ণ করবে কখন? ৯২
মুসাফিরের দু'ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করা ৯৪
মহল্লায় অবস্থানকালীন বৃষ্টির কারণে দুই সালাতকে একত্র করা ৯৬

Scanned by CamScanner

ফুকাহাদের মতপার্থক্য..... ৯৭
অসুস্থতা বা ওজরের কারণে একত্র করা..... ৯৯
মহল্লায় অবস্থানকালে বিনা প্রয়োজনে একত্র করা..... ৯৯
অসুস্থ ব্যক্তির সালাত..... ১০১
পাত্র অধ্যায়..... ১০৫
ইল্লত বা কারণ..... ১০৫
পাত্র লেপন করা..... ১০৫
মৃত জীবের চামড়া ব্যবহার করা..... ১০৭
মাযহাব সমূহ..... ১০৭
মুশরিকদের পাত্র ব্যবহার করা..... ১০৮

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

প্রাককথন

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি এ জগত সংসারের একচ্ছত্র অধিপতি। সৃষ্টির ক্ষুদ্র হতে বৃহৎ সবকিছুকেই বেষ্টন করে আছে প্রিয়তম প্রভুর সীমাহীন ভালোবাসা, দয়া ও রহমত। রাত-দিনের আবর্তণের প্রতিটি ক্ষণে আল্লাহর নিদর্শন প্রকাশ পায়। বিন্দু থেকে বিন্দু সবকিছুর ইলম সেই মহাজ্ঞানী প্রভুর আয়ত্বে রয়েছে। রাতের আধাঁরে ছোট্ট পিপিলিকার পায়ের আওয়াজও তিনি শুনতে পান।

অগণিত দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। যার নবুওয়াতি আলোকধারায় এ পৃথিবি থেকে দূরিভূত হয়েছে সব ধরনের পাপ ও যুলমাত। যার পরশে মানবজাতি খুঁজে পেয়েছেন সফলতার সঠিক পথ।

শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পূত-পবিত্র পরিবারবর্গের প্রতি, তাঁর অনুসারীদের প্রতি এবং সৌভাগ্যশালী উম্মতের প্রতি। যারা সীমাহীন যুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়েও বেছে নিয়েছেন প্রিয় নবীজির পথ-পন্থা, আঁকড়ে ধরে আছেন তাঁর অনুপম আদর্শ।

ধূসর এ দুনিয়ায় আমাদের প্রেরণ করার পিছনে রবের কোন উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে। কিন্তু রবের বিরোধিতা করে আজ আমরা এই দুনিয়া নামক অন্ধকার পথে হেটেঁ হেঁটে নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলছি। এই দুনিয়ার সাময়িক সম্পদ, ঐশ্বর্য আর আভিজাত্যের ভিড়ে আমরা ভুলে যাচ্ছি মহান রবের কথা। এই ধূসর দুনিয়ায় লোভের রঙ্গিন চশমার ফ্রেমে বন্দি হয়ে আমরা ভুলে যাচ্ছি মহান রবের আদেশকে।

মহান রবের আদেশের অন্যতম আদেশ হলো—সালাত। সালাত কেবল আদেশই নয়, বরং মহান রবের সাথে সম্পর্ক করার এক অন্যতম মাধ্যমও বটে। সালাতই হলো একজন মুমিনের হাতিয়ার। সালাত উম্মার ঐক্য। সালাত মানবসমাজে সভ্যতা ফিরিয়ে আনতে পারে। সালাত আপনার জীবনের সব দুঃখকে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিবে। স্রষ্টার উত্তম বন্ধন হলো সালাত। সালাতের মাধ্যমেই মানুষ হতে পারে রবের প্রিয়-পাত্র ও প্রিয়জন। রবকে সত্যিকার ভালোবাসার একটি নিদর্শন হলো রবের কদমে সিজদা করা।

Scanned by CamScanner

কিন্তু রবের সামনে সালাতে দাঁড়িয়ে যেখানে তাঁর প্রতি কান্নার কথা ছিলো, সেখানে আজ আমরা ইখতিলাফ করে চলছি। সালাতে দাঁড়িয়েও পাশের লোকটার প্রতি হিংসার দাঁতকে কামড়াচ্ছি। ক্ষুদ্রতম ইখতিলাফের কারণেই আজ আমরা একে অপরকে গালি দিচ্ছি। অথচ আমাদের সালাফদের ইতিহাস খুলে দেখুন—তারা কখনো কোন বিষয়ে ইখতিলাফ করলেও পরস্পরে ছিলো হৃদয়ের বন্ধু। কিন্তু আমরা...?

সালাত নিয়ে প্রচুর বই-পত্র রচনা হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ লেখক তাদের ব্যক্তিগত মতই ব্যক্ত করেছেন। তবে উম্মাহ্‌র চিন্তার জগতের একজন মানুষ খুব সুন্দর করে নিরেপক্ষভাবে সালাত সর্ম্পকে লিখেছেন। তাই লেখকের হীরাতুল্য বক্তব্যগুলো উম্মাহ্‌র মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমাদের এই ক্ষুদ্র-প্রয়াস।

প্রিয় পাঠক,

'সালাত : উম্মাহ্‌র ঐক্য' নামে এখন আমরা যে বইটি আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি—তা মূলত: উম্মাহ্‌র চিন্তার জগতের রাহবার শহিদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ্‌র রচিত "মাবাহিসুন ফিস সালাত"-এর বাংলা অনুবাদ।

বইটি ছোট্ট—কিন্তু লেখকের প্রতিটি কথাই যেন হীরাতুল্য। বইটি অনুবাদ ও সম্পাদনার করার ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা অবলম্বণ করা হয়েছে। সেগুলো হলো:

১. অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদক সাহেব লেখকের নিজস্বতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। তাই কোথাও পাঠস্বাদ না হলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইলো।

২. টিকাতে সুরার নাম, আয়াত নং এবং হাদিসের উৎস বলে দিয়েছি। আয়াত ও হাদিসের ক্ষেত্রে মূল আরবিপাঠ উল্লেখ করে দিয়েছি, তবে সহজার্থে কিছু কিছু হাদিসের আরবিপাঠ উল্লেখ করা হয়নি।

৩. পাঠকের সহজের জন্য কোথাও কোথাও অনুবাদক মহোদয় অনুবাদ ছেড়ে দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে কারণ ছিলো দু'টি। ১. বক্তব্যটা পূর্বে অতিবাহিত

Scanned by CamScanner

হয়েছে। ২. কিংবা একাধিক দলিল ছিলো—সেখানে সংক্ষিপ্তকরণের জন্য দু' একটা দলিল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

৪. বইটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে অনুবাদক সাহেব সাবলীল রাখতে অনেক চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া ভুল-ভ্রান্তি মানুষের ওয়ারিসসূত্রে পাওয়া সম্পদ। তাই আপনাদের চোখে যে ভুলগুলো ধরা পড়বে অনুগ্রহপূর্বক অবহিত করালে আন্তরিকভাবে দোয়া করবো ও হৃদয়ের গভীর থেকে 'জাযাকাল্লাহু খাইরান' বলবো ইন শা আল্লাহ।

বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন ইসলামি জগতের স্বনামধন্য প্রকাশনা 'আর-রিহাব পাবলিকেশন্স'। আল্লাহ তায়ালা প্রকাশককে এবং এই বইটির পিছনে যারা দিন-রাত মেহনত করেছেন, তাঁদের সবাইকে এর উসিলা করে নাজাত দিন এবং জান্নাতের সুখময় উদ্যানে জায়গা করে দিন। আমিন।

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
মীরহাজীরবাগ, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

সালাতের শর্তসমূহ

শর্ত-এর আভিধানিক অর্থ : আলামত, নিদর্শন, চিহ্ন ইত্যাদি।

শর্ত-এর পারিভাষিক অর্থ : যার অনুপস্থিতিতে হুকুম সাব্যস্ত হয় না। তবে তার উপস্থিতিতে হুকুম সাব্যস্ত হওয়া জরুরী হয় না। যেমন অজু সালাতের শর্ত। অজু না থাকলে সালাত সহিহ হবে না। কিন্তু অজু করলে সালাত আদায় হয়ে যাবে এমনও নয়।

আর কোন বস্তুর শর্ত তার সত্তাবহির্ভূত। যেমন অজু সালাতের সত্তাবহির্ভূত বিষয়। অবশ্য সবব ও রোকনের বিষয়টি আলাদা। কারণ সাবাব বলা হয় কোন হুকুমের এমন অনুঘটককে—যার বিদ্যমানতা হুকুমের বিদ্যমানতা অপরিহার্য করে এবং তার অনুপস্থিতিতে হুকুমও সাব্যস্ত হয় না। যেমন ওয়াক্ত হল সালাতের সাবাব। ওয়াক্ত আসলে সালাত আদায় করা জরুরী হবে। ওয়াক্ত না আসলে সালাতও ওয়াজিব হবে না। সাধারণত সাবাবকে হুকুমের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। তাইতো বলা হয়– 'সালাতুজ যোহর।' বস্তুত: রোকনটাও সববের মত। পার্থক্য হল—রোকন হুকুমের সত্তাভুক্ত। যেমন কিরাত ও রুকু-সিজদা সালাতের রোকন। কারণ এগুলো সালাতের সত্তাভুক্ত।

যাহোক, সালাতের শর্তসমূহের বিষয়ে ইমামদের মতভেদ থাকলেও পবিত্রতা, সতর ঢাকা, কেবলামুখি হওয়া, ওয়াক্ত মত হওয়া, নিয়ত করা—এই পাঁচটি বিষয় সর্বসম্মতিক্রমে সালাতের শর্ত। অবশ্য নিয়তের বিষয়ে নবিজি ও সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, সালাত সহিহ হওয়ার জন্য মুখের উচ্চারণ জরুরি নয়।[১]

প্রসঙ্গক্রমে সালাতের শর্তসমূহের সঙ্গে এমনকিছু আচরণ-উচ্চারণ সংযুক্ত হয়েছে যেগুলোর কারণে সালাত ফাসেদ বা বিনষ্ট হয়ে যায়। যেমন সালাতের মধ্যে কথা বলা। বিনা প্রয়োজনে ইমামের ভুল ধরা, আল্লাহর ভয় ছাড়া অন্য কোন কারণে কাঁদা। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া

---

[১] তবে সর্বোত্তম হল—কলবের নিয়ত ও মুখের উচ্চারণ উভয়টা এক সঙ্গে করা [রদদুল মুহতার, ২/৫১, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/৬৫, বাহরুর রায়েক, ১/৪৮২, হিদায়া শরিফ, ১/৯৬, কিতাবুল ফাতাওয়া, ১/১৬১।

Scanned by CamScanner

কাশি দেয়া। হাতে কোন কিছুর দিকে ইশারা করা। "আমলে কাছীর" করা (অর্থাৎ বাচ্চা কোলে নেয়া, কোন বিষাক্ত প্রাণী হত্যা করা)।

সতর ঢাকার দলিল হচ্ছে হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ امرأة قد حاضت إِلَّا بِخِمَارٍ

যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক নারির সালাত আল্লাহ তখনই কবুল করবেন, যখন তা বড় ওড়নাসহ আদায় করা হবে।[২]

উপরোক্ত হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী নারিরা ওড়না বা ওড়নার মত কোন কিছু দিয়ে পুরো শরীর আবৃত না করলে তাঁদের সালাত সহিহ হবে না। হাদিসের শানে উরুদ বা প্রেক্ষাপট ছিলো জাহেলি যুগে ঐ সকল নারিদের সালাতের ক্ষেত্রে, যারা নিজের অলংকার ও সৌন্দর্য প্রদর্শনের নিমিত্তে ওড়না ছাড়াই সালাত আদায় করত।

আল্লামা ইবনু কাসির রহিমাহুল্লাহ সুরা নূরে وليضربن بخمرهن على جيوبهن আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদিস পেশ করেছেন–

عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ، لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شَقَقْنَ مُرُوطهن فَاخْتَمَرْنَ بِهِ.

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—আল্লাহ শুরুর দিকে হিজরতকারী নারিদের প্রতি রহম করুন। যখন সুরা নূরের وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ আয়াতটি নাযিল হল, তখন তারা নিজেদের চাদর ছিঁড়ে ছিঁড়ে ওড়না বানিয়ে ফেলল।[৩]

---

[২] মুসনাদে আহমাদ : ২৫১৬৭। ইবনু মাজাহ : ৬৫৫। সনদ সহিহ।
[৩] সহিহ বুখারি : ২/ ৭০০।

Scanned by CamScanner

অন্য বর্ণনায় আছে–

وَإِنِّي وَاللهِ مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ أَشَدَّ تَصْدِيقًا بِكِتَابِ اللهِ، وَلَا إِيمَانًا بِالتَّنْزِيلِ لَقَدْ أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} فَمَا مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا قَامَتْ إِلَى مِرْطِهَا الْمُرَحَّلِ فَاعْتَجَرَتْ بِهِ تَصْدِيقًا وَإِيمَانًا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِهِ، فَأَصْبَحْنَ يُصَلِّينَ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ مُعْتَجِرَاتٍ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ.

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—আল্লাহর কসম! আল্লাহর অহীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আনসারী নারিদের চেয়ে উত্তম কাউকে দেখিনি। যখন সুরা নূরের وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ আয়াতটি নাযিল হল সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেদের চাদর ছিঁড়ে ওড়না বানাল এবং আপদমস্তক ঢেকে ফেলল শুধু আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে। তারপর তারা সালাতের জন্য রাসুলের পিছনে গিয়ে (অন্যদের থেকে আড়াল হয়ে এমনভাবে দাঁড়াল যেন তাদের মাথায় পাখি বসে পড়বে।[৪]

স্বাধীন নারির সতর

সালাতের ভিতরে-বাইরে সর্বাবস্থায় সতর ঢাকা সর্বসম্মতিক্রমে ফরজ। তবে সালাতের মধ্যে সতর ঢাকার বিধান কী-ফরজ না সুন্নত? এ বিষয়ে শুধু ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ সুন্নত বলেছেন। তিনি ছাড়া সমস্ত ইমাম সতর আবৃত করাকে সালাত সহিহ হওয়ার জন্য শর্ত বলেছেন।

---

[৪] সহিহ বুখারি : ৪৭৫৭। অর্থাৎ, স্থির-উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে পাখি তাদেরকে বৃক্ষ ভেবে তাদের উপর বসে পড়বে। - ইবনে আবি হাতেম

Scanned by CamScanner

আর সতরের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে জমহুর বলেছেন–

'চেহারা ও দুই হাতের কব্জি ছাড়া পুরা শরীরই সালাতের মধ্যে নারির সতর।'

ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে—(টাখনুর নীচ পর্যন্ত) দুই পা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর ইমাম আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে—দুই হাতের বাহুও সতর নয়।

শাফেঈ মাযহাবের কিছু ইমাম বলেছেন-

নারির পুরো শরীরই সতর।

জমহুর ইমামদের দলিল নিম্নরূপ

১. এই আয়াত ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. এখানে ما ظهر এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে। চেহারা ও দুই হাতের কব্জি।

২. বিদায় হজ্জে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একজন নারি মাসাআলা জানতে আসলো, তখন যাকন ইবনু ফাজল অজ্ঞাতাবশত: ঐ সুন্দরী নারির দিকে তাকাচ্ছিলেন; সে সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফজল রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেহারা ঘুরিয়ে দিলেন, অথচ ঐ নারিকে চেহারা ঢাকতে বলেননি।

৩. হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস—রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

> কোন নারি যখন বালেগা হয়, তখন তার এটা-এটা ছাড়া আর কিছু দেখা জায়েয নয়। একথা বলে নবি চেহারা ও দুই হাতের কব্জির দিকে ইশারা করেছেন।

হযরত ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ দুই পা-কে চেহারা ও কব্জির সঙ্গে যুক্ত করেছেন কষ্ট দূর করার জন্য। কারণ পায়ের ঐ অংশটুকু সর্বক্ষণ ঢেকে রাখা সীমাহীন কষ্টকর। পক্ষান্তরে যারা নারির পুরো শরীরকেই সতর বলেছেন তাদের দলিল এই হাদিস–

Scanned by CamScanner

يا علي! لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى ليس لك الاخرة.

হে আলি! প্রথম দৃষ্টি দেওয়ার পর আর দৃষ্টি দিও না, কেননা প্রথম দৃষ্টি তোমার জন্য (মাফ), আর দ্বিতীয়টি তোমার জন্য নয় (তথা তোমার জন্য যায়েজ নেই)।[৫]

তাদের দ্বিতীয় দলিল এই আয়াত–

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ.

যখন তোমরা উম্মুল মুমিনীনের কাছে কিছু চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে।[৬]

তো আমাদের করণীয় হল জমহুর ইমামদের মত অনুসরণ করা।[৭]

পুরুষের সতর

নাভির নীচ থেকে উরুর উপর পর্যন্ত (উভয় গোপন অঙ্গ) সর্বসম্মতিক্রমে পুরুষের সতর। নাভি, উরু ও হাঁটু-এই তিনটির সতর হওয়া নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

নাভি—জমহুরের মতে সতর নয়। ঈমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে নাভি সতরের অন্তর্ভুক্ত। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

عورة الرجال ما بين السرة والركبة.

পুরুষের সতর হচ্ছে নাভি ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থান।

---

[৫] সুনানু আবু দাউদ : ২১৪৯। সনদ সহিহ।

[৬] সুরা আহযাব : ৫৩।

[৭] তবে বর্তমান যুগের ফেতনার কথা চিন্তা করে সমকালীন উলামায়ে কেরাম শাফেঈ মাযহাবের ঐ ইমামদের মতকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন– নারির পুরো শরীরই সতর। সুতরাং হাত-পা-চোখ-মুখ কিছুই খোলা রাখা যাবে না।

Scanned by CamScanner

আর জমহুরের দলিল হলো—হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক হযরত হাসান-এর নাভিতে চুমু খাওয়ার কথা। আর হাঁটু—ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে সতর নয়। কারণ একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাঁপাতে হাঁপাতে লুঙ্গি গুটিয়ে দৌড়ে আসছিলেন তখন তাঁর হাঁটু মোবারক দেখা যাচ্ছিল। আরেকবার হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দৌড়ে রাসুলের দরবারে উপস্থিত হলেন তখন তিনি কাপড় গুটাতে গুটাতে হাঁটুর উপরে উঠিয়ে ফেললেন।

ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত, কারণ একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাকি বসেছিলেন যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ভিতরে আসার অনুমতি চাইলেন তখন তিনি হাঁটু ঢেকে ফেললেন।

উরু জমহুরের মতে সতর। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মা'মার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে বলেছেন—হে মা'মার, তুমি তোমার উরুদ্বয় ঢেকে রাখো। কারণ তা সতর।[৮]

এক কাপড়ে সালাতের হুকুম

এক কাপড়ে সালাত সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয আছে। শুধু হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এটাকে মাকরূহ বলেছেন।

জমহুর দলিল হিসাবে নিম্নোক্ত হাদিসগুলো উল্লেখ করেছেন।

১. এক সাহাবি জিজ্ঞাসা করেছিলেন এক কাপড়ে কি নামায হবে, নাকি দু'টি কাপড় যোগাড় করতে হবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের সকলের কি দু'টি করে কাপড় আছে? অর্থাৎ সবারতো দুইটি কাপড় নেই। এজন্য এক কাপড়েই সালাত পড়া যাবে।

২. হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন-

---

[৮] মুসনাদে আহমাদ : ২২৪৯৫।

Scanned by CamScanner

يا رسول الله، إني أكون في الصيد فأصلي وليس علي إلا قميص واحد، قال: فزره وإن لم تجد إلا شوكة.

আমি অনেক সময় শিকারে বের হই তখন আমার গায়ে শুধু একটি কাপড়ই থাকে। সে সময় আমি কীভাবে সালাত আদায় করব? তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—'ভাল করে জামার বুকের দিকের ফাঁড়া বন্ধ করে নাও। বুক ফাঁড়া বন্ধ করার জন্য আর কিছু না পেলে কাঁটা দিয়েই বন্ধ করো। তারপর এক কাপড়েই নামায আদায় করো।'[৯]

৩. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে এক কাপড়ে সালাত আদায় করেছেন।

কিবলামুখী হওয়া

কিবলামুখী হওয়া সালাত সহিহ হওয়ার জন্য শর্ত। তবে অক্ষমতা ও নিরাপত্তাহীনতা এই দু'টি ওজরের কারণে এই শর্তটি স্থগিত হয়ে যায়। সুতরাং যুদ্ধ বা অন্য কোন পরিস্থিতির কারণে কেউ যদি কিবলামুখী হওয়া নিরাপদ মনে না করে, তাহলে যে দিকে সম্ভব সেদিকে ফিরে সালাত আদায় করতে পারবে।

মুসল্লি ও কিবলার মাঝে যদি কোনো আড়াল না থাকে তাহলে কা'বাকে সামনে রেখেই সালাত আদায় করতে হবে। আর কা'বা থেকে দূরে থাকলে কা'বার দিকে ফিরে সালাত আদায় করতে হবে। যদি জানা না থাকে কা'বা কোন দিকে এমনকি জিজ্ঞাসা করার মতও কেউ না থাকে তাহলে চিন্তা-ভাবনা করে দিক নির্ধারণ করতে হবে। সালাত আদায়ের পর যদি দেখা যায় কেবলা নির্ধারণে ভুল হয়েছিল, তাহলে জমহুরের মতে নামায দোহরাতে হবে না। যদিও ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, সালাতকে পুনরায় পড়া জরুরী আর ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন—উত্তম।

---

[৯] মুসনাদে আহমাদ : ১৬৫২২। সনদ সহিহ।

Scanned by CamScanner

জমহুর এই হাদিস দ্বারা ইস্তেদলাল[১০] করেছেন–

হযরত আমির ইবনু রাবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—একবার আমরা অন্ধকার রাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। কেবলা নির্ণয় মুশকিল হয়ে পড়ল। তখন আমরা তাহাররি তথা চিন্তা-ভাবনা করে একদিকে ফিরে নামায পড়লাম। সকালে যখন সূর্য উদিত হল তখন দেখা গেল আমরা কেবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছি। তখন এই আয়াত নাযিল হল–

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ.

তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাবে সেদিকেই আল্লাহ আছেন।[১১]

ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, অন্যমুখী হয়ে সালাত আদায় করলে এই সালাতকে আবার নতুন করে পড়তে হবে।

বাহনে আরোহি অবস্থায় সালাত আদায়ের হুকুম

ওজর ছাড়া ফরজ সালাত সওয়ারীর উপর কোন অবস্থাতেই আদায় করা যাবে না। অনেক ওজর থাকলে তখন আবার জায়েয আছে। কারণ একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামসহ সংকীর্ণ এক গিরিপথে এসেছিলেন, বৃষ্টির কারণে নীচে পানি জমে ছিল, যখন সালাতের সময় হল এবং আযান-ইকামত হল, তখন তিনি বাহনে আরোহন করে সামনে অগ্রসর হলেন এবং ইশারার মাধ্যমে সালাতের ইমামতি করলেন। তবে রুকুর চেয়ে সিজদার ইশারা করার সময় রুকুর তুলনায় মাথা একটু বেশী নীচু করছিলেন। যাতে রুকু এবং সিজদার মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়।

ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন—দাঁড়িয়ে থাকা বাহনের উপর কিবলামুখী হয়ে রুকু-সিজদাসহ সালাত আদায় করা সম্ভব হয় তাহলে বাহনের উপর ফরজ সালাত আদায় করা যাবে। আর বাহন সচল থাকলে সালাত সহিহ হবে না। অবশ্য সময় সংকীর্ণতার কারণে সালাত

---

[১০] ইস্তেদলাল—দলীল বানানো, দলীলরূপে পেশ করা।

[১১] সুরা বাকারা : ১১৫।

Scanned by CamScanner

ফওত হওয়ার আশংকা থাকলে পড়া যাবে। নৌকা ও জাহাজে এবং খাট ও সোফার উপর সর্বপ্রকার সালাত আদায় করা যাবে। শাফেঈ মাযহাবে গাড়ি ও ট্রেনের মধ্যে সালাত আদায়ের হুকুম হলো জাহাজে সালাত আদায়ের মত। আর হানাফি মাযহাবে সওয়ারীর উপর সালাত আদায়ের মত বাহনে সালাত আদায়ের পদ্ধতি করতে হবে। আর সিজদা সম্ভব হলে বাহনের পিঠে, অন্যথায় ইশারার মাধ্যমে। আর কিবলামুখী হওয়ার বিষয়টি সালাত শুরু করার সময় জরুরী, পরবর্তীতে নয়।

বাহনে বিতির সালাত

জমহুরের মতে—বাহনের উপর বিতির পড়া জায়েয, তাবে উত্তম হলো বাহন থেকে নেমে আদায় করা। (কারণ বিতির সালাত ওয়াজিব)।

কাবা শরীফের উপরে ও ভিতরে সালাত

১. হাম্বলি মাযহাবে ফরজ সালাত কাবার উপরে-ভিতরে কোথাও জায়েয নেই। নফল উভয় স্থানে জায়েয।

২. মালেকি মাযহাবে কাবার ভিতরে ফরজ সালাত আদায় মাকরূহে তাহরিমী। নফল পড়া মুস্তাহাব। সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পড়া মাকরূহে তানযিহী।

৩. শাফেঈ মাযহাবে ফরজ-নফল সালাত দুটোই কাবার ভিতরে পড়া যাবে। আর কাবার উপরে সালাত সহিহ ওয়ার জন্য শর্ত হল কোনো একটি দেয়ালে ৩১ সেন্টি মিটার পরিমাণ মুসল্লির সামনে সুতরার মত থাকা। (অর্থাৎ এক হাতের দুই তৃতীয়াংশ, আর শরীয়তের পরিমাপে এক হাত সমান সমান ৪৬.২ সেন্টি মিটার। সেই হিসাবে এক হাতের দুই তৃতীয়াংশ ৩১ সে.মি. হয়)

৪. হানাফি মাযহাবে ভিতরে সব জায়েয, উপরে সব সালাত মাকরূহ।

সালাতের আরেকটি শর্ত সালাতের স্থান পবিত্র হতে হবে। ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাতটি স্থানে সালাত পড়তে নিষেধ করেছেন। ময়লার স্তূপের কাছে পশু

Scanned by CamScanner

জবাইয়ের স্থানে, কবরস্থানে, মানুষ চলাচলের রাস্তায়, গোসলখানায়, উটের খোয়াড়ে এবং বাইতুল্লাহর ছাদের উপর।

- ময়লার স্তূপ ও জবাইখানা তথা ডাস্টবিন ও কসাইখানায় সালাত নিষিধের কারণ হল নাজাসাত বা নাপাকি।
- আর কবরস্থানে নিষেধ করার কারণ হল কবর পূজা বা মূর্তি পূজার সঙ্গে সাদৃশ্য। ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে—এই তিনটি স্থানে সালাত আদায় করা মাকরূহ।

ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে—পাক জায়গায় পড়লে সালাত সহিহ হবে।

মালেকি মাযহাবে কবরস্থানে সালাত পড়তে কোনো সমস্যা নেই।

চলাচলের রাস্তায় নামায নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ—খুশুখুযু নষ্ট হওয়া, নাপাকির আশংকা থাকা, অন্যের চলাচলে ব্যাঘাত ঘটা ইত্যাদি।

- বাথরুমে সালাত সহিহ না হওয়ার কারণ হল নাজাসাত।
- উটের খেয়াড়ে সালাত পড়তে নিষেধ করার কারণ হল—একে তো সেখানে গোবরের নাজাসাতের প্রবল আশংকা, দ্বিতীয়ত উটের স্বভাব-উগ্রতার কারণে নামাযে খুশুখুযু ধরে রাখাও প্রায় অসম্ভব।

বি. দ্র. বিভিন্ন হাদিসে আরে কিছু স্থানে সালাত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, গাছের ছায়া, রোদ বা আগুন পোহানোর জায়গা, অমুসলিমদের উপাসনাকেন্দ্র, মূর্তি ও ভাস্কর্যস্থল, অন্যায়ভাবে দখল করা জমি, অসৎ উদ্দেশ্যে নির্মিত সালাত আদায়ের ঘর, চুলা বা আগুনের সামনে, উপত্যকার গভীর ও নীচতম স্থানে ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সামনে রেখে, মলমূত্র ত্যাগকারীর আশেপাশে, গল্পগুজবে লিপ্ত ব্যক্তির কাছাকাছি, নাফরমানের নিকটে, ঋতু আক্রান্ত নারির সামনে এবং জ্বলন্ত চেরাগের সামনে সালাত পড়া নিষেধ।

Scanned by CamScanner

কা'বার অভ্যন্তরে সালাত

কা'বার অভ্যন্তরে সালাতের বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন জায়েয। কেউ বলেছেন নাজায়েয। আবার কেউ কেউ নফল সালাত জায়েয বললেও ফরজ সালাত নাজায়েয বলেছেন। উভয় পক্ষের দলীল—

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বা অভ্যন্তরে সালাত আদায় করা এবং না করার হাদিস। কারণ একই হাদিসের দুইজন রাবী দুই রকম বলেছেন। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, কা'বার ভিতরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আয় মশগুল ছিলেন। বাইরে এসে দু'রাকাত সালাত আদায় করেছেন। বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভিতরে সালাত আদায় করেছেন।

জুতা ও মোজার হুকুম

জুতা বা চামড়ার মোজায় নাজাসাত লাগলে তা পবিত্র করার পদ্ধতি সম্পর্কে—

১. ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন—পানি দিয়ে ধোয়া ছাড়া পবিত্র হবে না।

২. ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন—নাজাসাত তরল হলে পানি দিয়ে ধৌত করবে। আর নাপাকি দেহবিশিষ্ট হলে ডলে-ঘসে উঠিয়ে ফেলতে হবে। ধৌত করা জরুরী নয়।

৩. ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ বলেছেন—নাপাক যেমনই হোক ঢলে-ঘসে উঠিয়ে ফেললেই পবিত্র হয়ে যাবে।

জুতাসহ সালাত আদায় করাকে কেউ কেউ জায়েয বলেছেন, কেউ মুস্তাহাব বলেছেন। আর কেউ বলেছেন মুবাহ। (অর্থাৎ জুতাসহ পড়লে কোনো সমস্যা নেই।)

Scanned by CamScanner

সালাতে কথা বলা

ইসলামের শুরু যুগে সালাতের মধ্যে কথা বলা জায়েয় ছিল। পরবর্তীতে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যেমন হযরত যায়েদ ইবনু আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন–

إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ[البقرة: 238] فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ.

শুরুতে আমরা সালাতের মধ্যে কথা বলতাম। পরস্পরকে বিভিন্ন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করতাম। পরে এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর আমাদেরকে সালাতে কথা বলতে নিষেধ করা হল এবং গভীর নীরবতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হল।

আয়াতটি হল-

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ.

তোমরা সালাতের প্রতি বিশেষ যত্নশীল হও, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের প্রতি। আর তোমরা আল্লাহর সামনে দাঁড়াও ভয়ভক্তিসহ বিণয়াবনত হয়ে।[১২]

ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—আমরা রাসুলকে সালাতের মধ্যে সালাম দিতাম, তিনি সালাতের মধ্যেই উত্তর দিতেন। কিন্তু হাবশার হিজরত থেকে ফিরে আসার পর যখন সালাম দিলাম তখন আর তিনি উত্তর দিলেন না। সালাতের পরে বললেন, সালাতের মধ্যে বিশেষ কিছু আমল ও অবস্থা রয়েছে (যা বান্দাকে আল্লাহর সঙ্গে এমনভাবে জুড়ে রাখে যে, তার পক্ষে অন্যমনস্ক হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।)

---

[১২] সহিহ বুখারি : ৫৯২।

Scanned by CamScanner

সালাতে কথা বলার হুকুম

সালাতে ইচ্ছাকৃত কথা বললে সর্বসম্মতিক্রমে সালাত ফাসেদ হয়ে যাবে। তবে ভুলবশত: কথা বললে তিন ইমাম তথা শাফেঈ, মালেক ও আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে সালাত নষ্ট হবে না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন—ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, ভুলে-বিস্মৃতিতে যেভাবেই কথা বলুক সালাত বাতিল হয়ে যাবে। কারণ এক বেদুঈন সাহাবি সালাতের মধ্যে হাঁচির জবাবে الحمد لله। বলেছিল; তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই সালাত বিশেষ একটি আমল, এখানে কোনো প্রকারে কথা বলার কোনো অনুমতি নেই।

আয়িম্মায়ে ছালাছ[১৩]-এর দলিল ঐ হাদিস—যেখানে সাহাবি যুলইয়াদায়েন কথা বলেছিলেন অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সালাত দোহরাতে বলেননি।

সালাতে কাশি বা গলা খাঁকারি দেয়া

বিনা প্রয়োজনে ইচ্ছাকৃত কাশি দিলে ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে।

অন্য ইমামদের মতে নষ্ট হবে না। কারণ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্যে এ ধরনের কাশি দিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ্‌র যুক্তি হল, ইচ্ছাকৃত কাশি বা নানা রকম আওয়াজ করা অথবা গলা খাঁকারি দেয়া কথা বলারই নামান্তর। সুতরাং সালাত সংক্রান্ত প্রয়োজন ছাড়া এ ধরনের কাশি দিলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

- ☐ সালাতের মধ্যে সিজদার স্থান পরিষ্কার করা বা অন্য উদ্দেশ্যে ফুঁ দেয়া মাকরূহ।
- ☐ জাহান্নামের ভয়ে সালাতে ক্রন্দন করলে কোনো সমস্যা নেই, কারণ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত

---

[১৩] আয়িম্মায়ে ছালাছ অর্থ চার ইমামের তিনজন। সাধারণত ইমাম আবু হানীফা ছাড়া অন্যদেকে বলা হয়।

Scanned by CamScanner

পড়তেন তখন তাঁর সিনা মোবারক থেকে টগবগ করা ফুটন্ত ডেগের মত কান্নার শব্দ শোনা যেত।

হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কেও সালাতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

ইমামের ভুল ধরার পদ্ধতি হল—পুরুষরা স্বশব্দে "সুবহানাল্লাহ" বলবে, আর নারিরা হাতের উল্টো পিঠে তালি দেবে।

মাসআলা হল—

মুক্তাদি ছাড়া অন্য কেউ যদি ইমামের ভুল ধরে, আর ইমাম তার জবাব দেয়, তাহলে ইমামের সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। আর মুসল্লি যদি নিজের ইমাম ছাড়া অন্য কোনো ইমামের ভুল ধরে, তাহলে মুসল্লির সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

আর ইমাম লোকমা চাওয়া ছাড়াই যদি মুক্তাদি তার ভুল ধরে বা লোকমা দেয় তাহলে মাকরূহ হবে। যদি ইমাম লোকমা চায়—যেমন, কেরাতের মাঝে কিছু সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, অথবা একই শব্দ/আয়াত বারবার পড়ছে, পরের আয়াত স্মরণ আসছে না, এমতাবস্থায় লোকমা দিলে মাকরূহ হবে না।

সালাতে অতিরিক্ত তাসবিহ-কিরাতের হুকুম

কেউ যদি ইমামের ভুল সংশোধনের অথবা কাউকে নিজের সালাত সম্পর্কে সচেতন করার নিয়তে "সুবহানাল্লাহ" বলে তাহলে তার সালাত নষ্ট হবে না। পক্ষান্তরে যদি সালাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন তাসবিহ তাহলীল পড়ে, কিংবা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য কোনো আয়াত তিলাওয়াত করে, যেমন—কারো সন্তানের কান্না-চিৎকার শুনে তার জবাবে বলল, اخسؤوا فيها ولا تكلمون "ধিকৃত হয়ে ওখানেই পড়ে থাকো, আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করো না।" অথবা নিজের ছেলে ইয়াহইয়াকে লক্ষ করে বলল, يا يحي خذ الكتاب بقوة হে ইয়াহইয়া,

Scanned by CamScanner

কিতাবটা মজবুত করে ধরো—এ ধরনের উদ্দেশ্য প্রণোদিত কিরাত দ্বারা সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

হাঁচির উত্তরে يرحمك الله "আল্লাহ তোমাকে রহম করুন"—বললে সর্বসম্মতিক্রমে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। আর يرحمه الله (আল্লাহ তাকে রহম করুন) বললে ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে সালাত নষ্ট হবে, কিন্তু অন্যদের মতে নষ্ট হবে না।

সালাতে দু'আ করার হুকুম

১. হানাফিদের মতে—এমন দুআর কারণে সালাত বাতিল হবে যা দুনিয়াবী কথার মতো শোনা যায়। কোরআন সুন্নাহ্‌ই যার কোন নযির নেই। মানুষের কাছেও যা চাওয়া যায়—এমন দু'আ সালাতের মধ্যে করলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে।

২. মালেকি মাযহাবে যা ইচ্ছা চাইতে পারবে।

৩. শাফেঈ মাযহাবে হারাম জিনিস অসম্ভব বিষয় এবং শর্তমূলক দু'আ করলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে।

৪. হাম্বলি মাযহাবে দুনিয়াবি চাহিদা ও ভোগ-বিলাসের দু'আ করলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন কেউ সালাতে মধ্যে বলবে—'আল্লাহ, আমাকে মারসিডিস গাড়ি দাও।'

একটি হাদিস ও কিছু মাসআলা

হযরত আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের সময় যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহার কন্যাকে কোলে নিয়ে (বুকের উপর তুলে নিয়ে) সালাত পড়তেন। যখন সিজদায় যেতেন তখন তাকে নামিয়ে রাখতেন। সিজদা থেকে উঠার সময় আবার বুকে তুলে নিতেন।

Scanned by CamScanner

১. বাচ্চাদের কাপড় (নাপাকির নিশ্চয়তা না থাকলে) স্বাভাবিক অবস্থায় পবিত্র বলে গণ্য হবে।

২. বাচ্চাদের মসজিদে নিয়ে যাওয়া বৈধ।

৩. সালাতের মধ্যে বাচ্চাকে কোলে পিঠে-কাঁধে বুকে তুলে নেয়া যাবে। যদিও ইমাম মালেক নাজায়েয বলেছেন। এক্ষেত্রে ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ্‌র নিজস্ব উসুল এই যে, মদিনাবাসীর আমল-অভ্যাসকে তিনি শরিয়তের দলীল মনে করেন বরং অনেক ক্ষেত্রে তিনি খবরে ওয়াহেদ-এর উপর এটাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। মদিনাবাসীর আমল উপরোক্ত হাদিসের বিপরীত হওয়ার কারণে তিনি মনে করেন হাদিসের হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

৪. আমলে কাছির নয়—এমন হালকা কাজ; যেমন—হালকাভাবে শরীর চুলকানো জায়েয আছে।

আমলে কাছির দ্বারা সালাত নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং হানাফি মাযহাবের পক্ষে ইমাম কাসানি আমলে কাছিরের উদাহরণ পেশ করতে গিয়ে বলেছেন—যে কাজ করতে উভয় হাত ব্যবহৃত হয় সেটা হল আমলে কাছির। যেমন—দু'হাত পেতে শিশুকে কোলে নেয়া। মায়ের মত করে শিশুকে কোলে নিয়ে রাখা, শিশুকে দুধ পান করানো।

শাফেঈ মাযহাবে আমলে কাছির হলো লাগাতার কয়েক কদম হাঁটা।

সালাতের মধ্যে ইশারা করা হানাফি মাযহাবে মাকরূহ। অন্যদের কি মতে সালামের উত্তর বা অন্য কোন শারঈ প্রয়োজনে ইশারা করা জায়েয। মালেকি মাযহাবে সালামের জবাবে ইশারা করা অর্থাৎ ইশারায় সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব। যারা ইশারা করাকে বৈধ বলেছেন তাদের দলিল নিম্নোক্ত হাদিসসমূহ:

১. হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একবার আমি আয়েশার ঘরে গেলাম, তখন তিনি সালাত পড়ছিলেন। লোকজন দাঁড়িয়ে ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকেরা দাঁড়িয়ে কেন? আয়েশা (সালাতের মধ্যেই) মাথা দ্বারা আসমানের দিকে ইশারা করলেন। আমি বললাম, কোনো আয়াত নাযিল হয়েছে? তিনি হ্যাঁ সূচক ইশারা করলেন।

Scanned by CamScanner

২. হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একবার নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থতার দরুণ বসে সালাত পড়ছিলেন। নামাযের মধ্যেই রাসুল ইশারা করলেন। সালাত শেষ করার পর সবাইকে বসে পড়ার জন্য আদেশ করলেন। এরপর বললেন—ইমামকে ইমাম বানানোই হয়েছে তার ইকতেদা করার জন্য। সুতরাং ইমাম যখন রুকু করবে, তোমরাও তখন রুকু করো। আবার যখন রুকু থেকে মাথা উঠাবে, তোমরাও তখন মাথা উঠাও।

৩. হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল আমাকে একটি প্রয়োজনে বাইরে পাঠিয়েছিলেন। ফিরে এসে রাসুলকে সালাতের মধ্যে পেলাম। ঐ অবস্থায়ই আমি তাকে সালাম দিলাম। তিনি ইশারায় উত্তর দিলেন।

সালাতের মধ্যে প্রয়োজন হলে উভয় হাত ব্যবহার করা যাবে

১. হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু সালাতে কিয়ামের সময় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন। তবে শরীর চুলকানো বা কাপড় ঠিক করার প্রয়োজনে হাত ব্যবহার করতেন।

২. বিশিষ্ট তাবেঈ আবু ইসহাক রহ. সালাতের মধ্যে মাথা থেকে টুপি খুলতেন, আবার মাথায় দিতেন।

৩. হযরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার খালা মায়মুনার ঘরে ঘুমিয়েছিলেন। রাতে রাসুলের সঙ্গে সালাতে শরীক হয়েছিলেন এবং তাঁর বাম পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কান ধরে ডান পাশে এনে দাঁড় করালেন।

৪. সিজদার জায়গা থেকে পাথর কণা সরানো এবং সিজদার সময় কপালে লেগে যাওয়া বালুকণাও পাথর কণা মুছে ফেলা মাকরূহ। কারণ হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি একান্ত বাধ্য হও তাহলে একবার করতে পারবে।

Scanned by CamScanner

৫. সালাতের মধ্যে বিষাক্ত প্রাণী হত্যা জায়েয। কারণ সাহাবায়ে কেরাম এটা করেছেন। আর সহিহ হাদিসে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের মধ্যে বিষাক্ত ও ক্ষতিকর প্রাণী হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন।

৬. বিশেষ প্রয়োজনে নামাযের মধ্যে দু'চার কদম হাঁটাও জায়েয আছে। কারণ নবি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের মধ্যে হেঁটে গিয়ে আয়েশার জন্য দরজা খুলে দিয়েছেন।

৭. সূর্যগ্রহণকালীন সালাতের মধ্যে জান্নাত দেখে কয়েক কদম অগ্রসর হয়েছিলেন। আবার জাহান্নাম দেখে পিছিয়ে এসেছিলেন।

৮. স্থান-সংকীর্ণতার কারণে একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের কাছে সালাতে দাঁড়ালেন। সিজদার সময় সরে এসে সিজদা করেছেন। আবার আগের জায়গায় ফিরে এসেছেন। অবশ্য ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে—দুই তিন কদম লাগাতার হাঁটলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে।

সালাতের মাকরূহ বিষয়াদি

১. বিনা প্রয়োজনে দাঁড়ি-কাপড় ইত্যাদি নাড়াচাড়া করা।

২. আঙ্গুল ফোটানো।

৩. দুই হাতের আঙ্গুল পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া।

৪. কোমরে হাত রাখা।

৫. কোনো দিকে ঘাঁড় ঘুরিয়ে তাকানো। তবে যদি সিনা ঘুরে যায় এবং সালাতে একটা রোকন আদায় করার সমপরিমাণ সময় কেবলা ছাড়া অন্য দিকে ফিরে থাকে তাহলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। শাফেঈ মাযহাবে সিনা কেবলা থেকে ঘুরে যাওয়ার সঙ্গে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। আর মালেকি ও হাম্বলি মাযহাবে পা-দুটো কেবলামুখী থেকে পুরো দেহ ঘুরে গেলেও নামায বাতিল হবে না। শুধু মাকরূহ হবে।

Scanned by CamScanner

সালাতে সুতরা প্রসঙ্গ

সুতরা বলা হয় ঐ লাঠি বা কাঠিকে—যা মুসল্লি সামনে স্থাপন করে সালাত পড়ে চলন্ত ব্যক্তি থেকে নিজের সালাতকে হেফাজত করার উদ্দেশ্যে। সুতরার আলোচনার শুরুতেই একটি মশহুর হাদিস তুলে ধরতে চাই–

> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لوم يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خريفا .... فى رواية البزار خيرا له من ان يمر بين يديه.
>
> রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তি যদি জানত এর গোনাহ কত ভয়ংকর, তাহলে ৪০ বছর .... পর্যন্ত অপেক্ষা করা তার জন্য সহজ হয়ে যেত সালাতের সামনে দিয়ে যাওয়ার থেকে।[১৪]

এই হাদিস থেকে বোঝা গেল–

১. যে ব্যক্তি জেনে শুনে সালাতের সামনে দিয়ে অতিক্রম করবে তার ভয়ংকর গোনাহ হবে।

২. সামনে দিয়ে চলে গেলে গোনাহ হবে। মুসল্লির সামনে দাঁড়িয়ে গেলে, বসে পড়লে গোনাহ হবে না।

৩. যে কোনো নামাযির সামনে দিয়ে গেলেই এই গোনাহ হবে।

৪. মালেকি মাযহাবের ফকিহগণ বলেছেন, নামাযি ও অতিক্রমকারীর অবস্থা ভেদে গোনাহ হওয়া না হওয়ার ফায়সালা হবে।

ক. মুসল্লি যদি সুতরা ছাড়া উন্মুক্ত জায়গায় সালাত পড়ে, আর অতিক্রমকারীর যাওয়ার জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকে, তারপরও যদি সালাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে যায় তাহলে তার গোনাহ হবে।

---

[১৪] সহিহ বুখারি : ৫১২।

Scanned by CamScanner

খ. মুসল্লি সুতরা ছাড়া খোলা জায়গায় সালাত পড়ছে, পথচারীর যাওয়ার আর কোনো রাস্তা নেই, এমতাবস্থায় মুসল্লির কোনো গুনাহ হবে না এবং পথচারীরও কোন গুনাহ হবে না।

গ. মুসল্লি যদি ছোট আবদ্ধ স্থানে সুতরাসহ সালাত আদায় করে, আর পথচারীর যাওয়ার জন্য রাস্তাও থাকে, তারপরও যদি সুতরা ও মুসল্লির মাঝখান দিয়ে যায়, তাহলে উভয়ে গোনাহগার হবে।

ঘ. মুসল্লি সুতরাসহ-ই নামায পড়ছে, কিন্তু পথচারীর যাওয়ার আর কোন ব্যবস্থা নেই, এমতাবস্থায় সামনে দিয়ে গেলে কারোই গুনাহ হবে না।

অবশ্য শাফেঈ মাযহাবে সুতরার ভিতর দিয়ে যাওয়া সর্বাবস্থায় হারাম।

সুতরার ধরণ-আকৃতি

১। হযরত ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঈদের সালাতের জন্য ঈদগাহে বের হতেন, তখন তিনি সামনে গেড়ে দেয়ার জন্য বর্শা আনতে বলতেন এবং ওটাকে সুতরা হিসাবে সামনে রেখে সালাত আদায় করতেন।

২। অন্য বর্ণনায় আছে—নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোলা উপত্যকায় ছোট বর্শা সামনে পুঁতে দিয়ে সালাত পড়েছেন। তখন বর্শার (সুতরার) বাহির দিয়ে নারি-পুরুষ এবং গাধাসহ বিভিন্ন প্রাণী যাওয়া-আসা করছিল।

৩। আরেক হাদিসে আছে, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, আলাপচারিতায় লিপ্তদের চেয়ে সালাত আদায়কারীরাই খুঁটির কাছে থাকার বেশি হকদার।

৪। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে দুই খুঁটির মাঝখানে দাঁড়িয়ে সালাত পড়তে দেখে তাকে টেনে এনে খুঁটির সামনে দাঁড় করালেন।

Scanned by CamScanner

উপরোক্ত হাদিসগুলো থেকে এটা সুস্পষ্ট হল—তীর, বর্শা, খুঁটি ও স্তম্ভকে সামনে রেখে তাকে সুতরাং বানিয়ে সালাত পড়া যাবে। আর সুতরা চিকন-সরু যেমন হতে পারে তেমনি মোটাও হতে পারে।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদিসে আরো সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে সুতরা হবে كموخرة الرحل হাওদার পিছনের দিকে চিকন একটি কাঠি, যাতে আরোহী হেলান দিতে পারে।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন—তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন সে যেন চেহারা বরাবর কিছু একটা রাখে। কিছু না পেলে অন্তত নিজের সঙ্গে থাকা লাঠিটাই যেন স্থাপন করে। তার সঙ্গে যদি লাঠি না থাকে তাহলে কমপক্ষে সমানে যেন একটা রেখা টেনে দেয়। তাহলে তার সামনে দিয়ে কোনো ব্যক্তি বা প্রাণী অতিক্রম করলে আর কোনো ক্ষতি নেই।

রেখাটা কেমন হবে—এ বিষয়ে ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্‌র মত হল—রেখাটা চন্দ্রাকৃতির হবে। সাধারণত মসজিদের মেহরাব (বা ইমাম দাঁড়ানোর জায়গাটা) যেমন হয়ে থাকে।

আর শাফেঈ মাযহাবের ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি করে একটা রেখা টানতে হবে।

অবশ্য ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ রেখা টানাকে সুতরা হিসাবে যথেষ্ট মনে করেন না।

সুতরাং কোথায় রাখা হবে—এ বিষয়ে হযরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন–

> নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন বস্তুকে সুতরা হিসাবে সামনে রেখে সালাত আদায় করতেন তখন তিনি

Scanned by CamScanner

সেটাকে একটু বামদিকে অথবা ডানদিকে রাখতেন, একেবারে নাক বরাবর রেখে দাঁড়াতেন না।[১৫]

হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেয়াল থেকে এতটা দূরে দাঁড়াতেন যে, তার সিজদার জায়গা ও দেয়ালের মাঝখানে একটি বকরী যাওয়ার জায়গা থাকত।[১৬] (আনুমানিক হিসাবে যা ৩১ সেন্টি মিটার হয়।)

অন্য হাদিসে হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার অভ্যন্তরে সালাত আদায় করেছেন। তখন দেয়াল ও তার মাঝখানে তিন হাত পরিমাণ জায়গা ছিল।

বাহ্যত দুই হাদিস পরস্পর বিরোধী মনে হলেও বাস্তবে কোনো বিরোধ নেই। কারণ প্রথম হাদিসে সিজদার জায়গা আর দেয়ালের মাঝখানের ফাঁক সম্পর্কে বলা হয়েছে (বকরী যাওয়ার মত)। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় হাদিসে সালাতে দাঁড়ানোর জায়গা আর দেয়ালের মাঝখানে ফাঁক-এর কথা বলা হয়েছে। (তিন হাত)।

আর যদি উভয় হাদিসে একই ফাঁক-এর কথা বলা হয়ে থাকে তাহলে উদ্দেশ্য হবে। কখনো সামান্য ফাঁক থাকত, কখনো বেশী ফাঁক থাকত। সর্বনিম্ন ফাঁক হল বকরী যাওয়ার জায়গা আর সর্বোচ্চ দূরত্ব হল তিন হাত।

মুসল্লির সামনে দিয়ে বিশেষ কিছুর অতিক্রম দ্বারা সালাত নষ্ট হবে কিনা এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, নামাযি ব্যক্তির সামনে দিয়ে কোনো মহিলা অতিক্রম করলে, কুকুর বা গাধা হেঁটে গেলে তার সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। যেমনটি বিভিন্ন হাদিসে পাওয়া যায়। কিন্তু জমহুর বলেছেন—কোন কিছুর অতিক্রম দ্বারাই সালাত নষ্ট হবে না। যেসব হাদিসে সালাত নষ্ট হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে উদ্দেশ্য

---

[১৫] মুসনাদে আহমাদ : ৭৩৯২।
[১৬] মুআত্তায়ে মালিক : ২৮২।

Scanned by CamScanner

হল—মুসল্লির খুশু-খুযু নষ্ট হওয়ার কারণে সালাতের সওয়াবের মধ্যে কমতি হবে। মূল সালাতের কোনো ক্ষতি হবে না। নামাযির সামনে দিয়ে কোন নারি অতিক্রম করলে যে সালাত নষ্ট হবে না। তার দলিল—নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সালামার ঘরে সালাত পড়ছিলেন। তখন উম্মে সালামার মেয়ে নবিজির সামনে দিয়ে চলে গেল। তখন তিনি কিছুই বললেন না।

গাঁধার অতিক্রম দ্বারা সালাত নষ্ট না হওয়ার দলিল—হযরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, বালেগ হওয়ার পর একবার আমি গাঁধার সওয়ার হয়ে রাসুলের কাছে আসলাম। তখন তিনি মিনায় সালাতের ইমামতি করছিলেন। সামনে কোন দেয়াল বা সুতরা কিছুই ছিল না। গাঁধাকে ছেড়ে দিয়ে কাতারের সামনে দিয়ে গিয়ে এক কাতারের ফাঁকে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলাম। গাঁধাটি তখন কাতারের সামনে দিয়ে চরে বেড়াচ্ছিল। এ ঘটনা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের সামনে ঘটেছে, অথচ কেউ আমাকে কিছু বলেনি।

মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা সব জায়গায় নিষিদ্ধ হলেও কাবার চারদিকে মাতাফের (তাওয়াফের জন্য উন্মুক্ত চত্বর) মধ্যে নিষেধ নয়। অর্থাৎ মাতাফে কেউ সালাত পড়লে তার সামনে দিয়ে গেলে কোন গুনাহ হবে না।

নামাযি যদি সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে প্রতিহত করে তাহলে সালাতের কোন ক্ষতি হবে না। কারণ হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমরা যদি সামনে সুতরা রেখে সালাতে দাঁড়াও, আর কেউ যদি সুতরার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করতে চায় তাহলে তাকে প্রতিহত করো। যদি না মানে তাহলে যুদ্ধ শুরু করো। কারণ সে মানুষরূপী শয়তান।[১৭]

স্বয়ং আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার সুতরা সামনে রেখে সালাত পড়ছিলেন। এমতাবস্থায় এক যুবক সামনে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা

---

[১৭] সহিহ বুখারি : ৫০৯।

Scanned by CamScanner

করল। তখন তিনি যুবককে বুকে আঘাত করে থামানোর চেষ্টা করলেন। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে রাস্তা খুঁজে পেল না। তাই আবার যাওয়ার চষ্টা করল। এবার হযরত আবু সাঈদ খুদরি তাকে আরো জোরে আঘাত করলেন।

পথচারীকে আঘাত করার কারণ কি মুসল্লির নিজের সালাতকে ত্রুটি থেকে বাঁচানো—না তাকে অতিক্রমকারীকে গুনাহ থেকে বাঁচানো?

এ ব্যাপারে জমহুরের মতে—তাকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যই প্রতিহত করা। আর কারো কারো মতে সালাতকে ত্রুটিমুক্ত রাখাই হল প্রতিহত করার মূল উদ্দেশ্য।

মুসল্লির সামনে দিয়ে কখন অতিক্রম করা যাবে?

১. হানাফিদের মতে—বড় মসজিদে বা খোলাপ্রান্তরে বা মরুভূমিতে সালাত আদায়কারী পা থেকে সিজদার জায়গা পর্যন্ত অংশটুকু দিয়ে অতিক্রম করা যাবে না। এর বাইরে দিয়ে গেলে সমস্যা নেই। আর মসজিদ যদি ছোট হয় তাহলে কিবলার দেয়াল পর্যন্ত পুরা জায়গাটাই অতিক্রম নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে। আনুমানিক মুসল্লি ও দেয়ালের মাঝে চার হাত জায়গা থাকলে সেটা ছোট মসজিদ বলে গণ্য হবে।

২. মালেকি মাযহাবে পা থেকে সিজদার স্থান পর্যন্ত অতিক্রম করা যাবে না।

৩. শাফেঈ মাযহাবে মুসল্লির তিন হাত সামনে দিয়ে যাওয়া যাবে। এর মাঝখান দিয়ে যাওয়া যাবে না। হাম্বলি মাযহাবেও তিন হাত বাহির দিয়ে যাওয়া যাবে।

যদি সামনে দিয়ে কারো অতিক্রমের আশংকা থাকে তাহলে ইমাম ও মুনফারিদ (একাকি সালাত আদায়কারী)-এর জন্য সুতরা গ্রহণ করা সুন্নত। অবশ্য শাফেঈ ও হাম্বলি মাযহাবে অতিক্রমের আশংকা না থাকলেও সুতরা গ্রহণ উত্তম।

Scanned by CamScanner

৪. মাটি শক্ত হওয়ার কারণে যদি সুতরা গাড়া সম্ভব না হয় তাহলে আড়াআড়ি করে সামনে ফেলে রাখবে।

৫. কাফের বা পরনারি ছাড়া যে কোন মানুষকে সুতরা হিসাবে দাঁড় করিয়ে তার পিঠের দিকে ফিরে সালাত পড়া যাবে।

সালাতের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

১. সালাতের আগে উত্তমরূপে অজু করে নেবে।[১৮]

২. তারপর কেবলামুখি হয়ে আল্লাহু আকবার বলবে। এই তাকবীরে তাহরিমার সময় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত (হানাফি মাযহাবে কানের লতি পর্যন্ত) উঠাবে। যেমনটি আবু হুমায়েদ আস-সাঈদি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, যখন তিনি তাকবিরে তাহরিমা বলতেন তখন উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন।

৩. এরপর (সুরা ফাতিহা এবং তার সঙ্গে অন্য কোন) কেরাত পড়বে। কেরাত পড়তে সক্ষম না হলে তাসবিহ-তাহলিল পড়তে থাকবে। যেমনটি আবু দাউদের বর্ণনায় আছে—অতঃপর তুমি সুরা ফাতেহা এবং কোরআনের অন্য কোন অংশ পড়ো। না পড়লে সুবহানাল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ!! আল্লাহু আকবার!!! পড়তে থাকো।

৪. এরপর রুকুতে যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে সর্বোত্তমরূপে রুকু পূর্ণ করবে। এ বিষয়ে ইমাম আহমাদের রিওয়ায়েত নিম্নরূপ—'যখন তুমি রুকু করবে তখন দুই হাতের তালু হাঁটুর উপর রাখবে এবং আঙ্গুলগুলো ফাঁক ফাঁক করে হাঁটুকে মজবুতভাবে ধরে রাখবে।'

---

[১৮] সহিহ বুখারি : ৭৫৭।

Scanned by CamScanner

৫. এরপর রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে পূর্ণ স্থির হয়ে দাঁড়াবে। যেমন এক বর্ণনায় এসেছে—সোজা হয়ে এমনভাবে দাঁড়াবে, যাতে মেরুদন্ডের সবগুলো হাঁড় স্ব-স্ব স্থানে ফিরে আসতে পারে।

৬. তারপর সিজদায় যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে সিজদা পূর্ণ করবে। যেমন হাদিসে এসেছে—তাকবির বলে সিজদায় যাও এবং চেহারা ও কপাল এমনভাবে মাটিতে লাগাও, যাতে শরীরের সমস্ত জোড়া স্থির হয়ে যায়। বাহুদ্বয় মাটিতে বিছিয়ে দিও না। আবার গুটিয়েও রেখো না, বরং পাঁজর থেকে আলাদা রাখো। আর পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখো।

৭. তারপর সিজদা থেকে উঠে স্থির হয়ে নিতম্বের উপর বসবে, যাতে মেরুদন্ড সোজা হয়ে থাকে।

৮. পূণরায় পূর্বের মত সিজদা করবে। এভাবে এক রাকাত পূর্ণ হবে। বাকি রাকাতগুলো এভাবেই পূর্ণ করবে।

১০. প্রথম বৈঠকে বাম পায়ে বসে ডান পা খাড়া করে রাখবে। আর শেষ বৈঠকে নিতম্বের উপর বসে বাম পা ডান দিক দিয়ে বের করে দেবে এবং ডান পা খাড়া করে রাখবে। বুখারি শরিফের রিওয়ায়েতে এমনটিই আছে। অবশ্য হানাফি মাযহাবে দ্বিতীয় বৈঠকেও প্রথম বৈঠকের মত হবে।

তোমার নামায হয়নি : আবার পড়ো

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করলেন। কিছুক্ষণ পর একজন লোক মসজিদে ঢুকে সালাত পড়ল। তারপর সে লোকটি রাসুলকে কাছে এসে সালাম দিল। নবিজি সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, যাও, আবার সালাত পড়ো, কারণ তোমার সালাত হয়নি। লোকটি আবার সালাত পড়ে এসে সালাম দিল। নবিজি একইভাবে উত্তর দিয়ে বললেন, যাও, আবার সালাত পড়ো তোমার সালাত পড়া হয়নি। তৃতীয়বারও একই ঘটনা ঘটল। তখন লোকটি বিনয়ের সঙ্গে বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! এরচে' উত্তমভাবে পড়তে সাধ্য আমার নেই।

Scanned by CamScanner

আমাকে শিখিয়ে দিন, কীভাবে সালাত আদায় করতে হবে। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে সালাত আদায় করতে বললেন, (যা "সালাতের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা" শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে)।

মাত্র উল্লিখিত হাদিস দ্বারা বেশ কিছু মাসআলা জানা যায়। এখানে আমরা সংক্ষেপে তা উল্লেখ করছি–

১. সালাতের বিধান সম্পর্কেও তা গ্রহণযোগ্য নয়, সুতরাং না জেনে ভুল করলেও সালাত সহিহ হবে না।

২. কারো প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষার দাবি এই যে, তার মধ্যে কোন ত্রুটি দেখলে (বিশেষত দ্বীনী ত্রুটি) তাকে তা শুধরে দেয়া।

৩. জেনে, না জেনে, ভুলে বা স্বেচ্ছায় সালাতের রোকন ছেড়ে দিলে নামায সহিহ হবে না।

৪. ধীরস্থিরভাবে সালাতের রোকনগুলো আদায় করা ওয়াজিব। যদিও হানাফি মাযহাবে এ বিষয়ে দু'রকমের বক্তব্য পাওয়া যায়।

৫. প্রথমোক্ত হাদিসে নম্বরসহ যে কয়টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো ওয়াজিব, অনুল্লোখিত বিষয়গুলো ওয়াজিব নয়।

অবশ্য ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, প্রথমোক্ত নিয়ত, হাদিসে আখেরি বৈঠক, তাশাহুদ, দুরূদ এর কথা যদিও উল্লেখিত হয়নি কিন্তু ভিন্নমতসহ এগুলোও ওয়াজিব আমলের অন্তর্ভুক্ত।

৬. ছানা পড়া, তাকবীরের সময় হাত উঠানো, বসার বিভিন্ন ধরন, রুকু-সিজদার তাসবিহ, এবং বৈঠকের সময় উরুতে হাত রাখা—ইত্যাদি বিষয়ে যেহেতু হাদিসে উল্লেখ নেই, সুতরাং এগুলো ওয়াজিব নয়।

৭. তাকবিরে তাহরিমার সময় اللهُ أكبر। আল্লাহু আকবারই বলতে হবে, অন্য কোনো শব্দ বলা যাবে না।

Scanned by CamScanner

তাকবীরে তাহরিমার সময় হাত উঠানো

হযরত ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাতেন। যখন সালাত শুরু করতেন, এবং যখন রুকুতে যাওয়ার জন্য তাকবির বলতেন এবং যখন রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন একইভাবে হাত উঠাতেন। আর সঙ্গে سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد বলতেন সিজদার সময় হাত উঠাতেন না।[১৯]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন–

তাহরিমার সময় হাত উঠানো সর্বসম্মতিক্রমে মুস্তাহাব। এবং সর্বসম্মতিক্রমেই এটা ওয়াজিব নয়।

ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন—তাহরিমার সময় হাত উঠানোর রিওয়ায়েত আশারায়ে মুবাশশারাসহ পঞ্চাশজন সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ এ ক্ষেত্রে হযরত ইবনু মাসউদ, ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মত বড় বড় সাহাবির রিওয়ায়েত ও আমলকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাহরিমা ছাড়া অন্য কোথাও হাত না উঠানোর কথা বলেছেন। আর হাত উঠানোর ক্ষেত্রে দু'রকমের বর্ণনা আছে—কাঁধ পর্যন্ত এবং কান পর্যন্ত। তো ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, এমনভাবে হাত উঠাবে, যাতে আঙ্গুলগুলো কান পর্যন্ত, আর হাতের তালু কাঁধ পর্যন্ত থাকে, তাহলে উভয় হাদিসের উপর আমল হয়ে যাবে।

হাত কখন উঠানো হবে—এ বিষয়ে সঠিক মত হল, তাকবির বলা এবং হাত উঠানো দু'টো এক সঙ্গে শুরু করবে। এক সঙ্গে শেষ করা জরুরী নয়।

কেউ কেউ বলেছেন, আগে হাত উঠাবে তারপর তাকবির বলবে।

---

[১৯] সহিহ বুখারি : ৭৩৬।

Scanned by CamScanner

আল্লামা ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন—তাকবির বলা এবং হাত উঠানো দুটো একসঙ্গে শুরু করবে এবং একসঙ্গে শেষ করবে। এটাকে তিনি জমহুরের মত হিসাবে উল্লেখ করেছন।

সালাতের রোকন

১. সুনির্দিষ্টভাবে সালাতের নিয়ত করা। এটা সর্বসম্মতিক্রমে সালাতের রোকন।

২. তাকবিরে তাহরিমা জমহুরের মতে সালাতের রোকন। হানাফিদের মতে শর্ত।

সুরা ফাতিহা পড়া জমহুরের মতে রোকন, হানাফিদের মতে ওয়াজিব। (রোকন নয়) সালাত সহিহ হওয়ার জন্য শর্তও নয়। বিসমিল্লাহ সুরা ফাতিহার অংশ কিনা এ বিষয়ে তিনটি মত রয়েছে।

ক. সুরা ফাতিহা এবং অন্য সব সুরার অংশ।

খ. কোরআনের স্বতন্ত্র একটি আয়াত সুরা ফাতিহা বা অন্য সব সুরার অংশ নয়।

গ. সুরা ফাতেহারও অংশ নয়, কোন সুরারও অংশ নয়। এখানে তৃতীয় মতটা অগ্রহণযোগ্য।

৩. কিয়াম সর্বসম্মতিক্রমে সালাতের রোকন। এক্ষেত্রে দলিল হলো– وقوموا لله قانتين (তোমরা আল্লাহর সামনে ভয়-ভক্তিসহ বিণয়াবনত হয়ে দাঁড়াও)

অবশ্য কিয়াম ফরজ সালাতে দাঁড়াতে সক্ষম অবস্থায় সালাতের রোকন। সুতরাং নফল সালাতের জন্য যেমন রোকন নয়, তেমনি দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তির জন্যও নয়।

আর দাঁড়ানোর সময় দুই পায়ের মাঝখানে স্বাভাবিক (চার আঙ্গুল পরিমাণ) ফাঁক রাখবে। দুই পা মিলিয়ে দাঁড়াবে না।

Scanned by CamScanner

৪. কিরাত—মৌলিকভাবে কিরাত (অর্থাৎ কুরআনুল কারিমে যে কোন আয়াত, নির্দিষ্টভাবে সুরা ফাতেহা নয়) সালাতের রোকন। এটি হানাফিদের মতও।

তবে হানাফি মাযহাবে ফরজ সালাতের প্রথম দুই রাকাতে কেরাত পড়তে হবে। ছুটে গেলে পরবর্তীতে পড়তে হবে, সঙ্গে সাহু সিজদা দিতে হবে। আর নফল ও বিতির সালাতে সব রাকাতেই সুরা ফাতিহা ও কেরাত পড়া জরুরী।

মুক্তাদির কেরাত হানাফি মাযহাবে মাকরূহে তাহরীমি। শাফেঈ মাযহাবে সুরা ফাতিহা পড়া ফরজ। মালেকি মাযহাবে সিররী[২০] মুস্তাহাব, জাহরি নামাযে মাকরূহ।

হাম্বলি মাযহাবে মাকরূহ, তবে সিররী সালাতে ইমামের নীরবতার সুযোগে পড়া মুস্তাহাব।

কিরাত পড়তে না পারলে তাসবিহ-তাহলীল করবে।

৫. রুকু করা—সালাতের পঞ্চম রোকন। وارکعوا مع الرکعین তোমরা রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু করো)-এই আয়াতের কারণে। রুকুর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে এই পরিমাণ ঝোঁকা যাতে দুই হাতের তালু হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে। হানাফি মাযহাবে কিয়াম থেকে এই পরিমাণ ঝোঁকা যাতে রুকুর কাছাকাছি মনে হয়। আর পূর্ণতম স্তর হলো, মেরুদণ্ড এই পরিমাণ ঝোঁকানো যাতে মাথা ও নিতম্ব এক সমান হয়ে যায়। যেমন এক হাদিসে আছে–

"তোমরা পিঠ প্রসারিত করো বা লম্বা করে বিছিয়ে দাও।"

সালাতে ধীরস্থিরতা জমহুরের মতে রোকন। হানাফিদের মতে রোকন নয়।

৬. ষষ্ঠ রোকন হচ্ছে রুকু থেকে ওঠা। এখানেও ধীরস্থিরতা ইমাম শাফেঈর মতে ওয়াজিব। হানাফিদের মতে নয়। ইমাম শাফেঈর দলিল

---

[২০] মুসলিম শরিফ : ৪০৯।

Scanned by CamScanner

ঐ হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে- فاقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها রুকু থেকে উঠে মেরুদন্ড এমনভাবে সোজা করে দাঁড়াও, যাতে সমস্ত হাঁড় নিজ নিজ জোড়া ও স্থানে স্থির হয়ে যায়।

৭. সিজদা—নফল, ফরজ সব সালাতে প্রথম সিজদা, দুই সিজদার মাঝে বসা এবং দ্বিতীয় সিজদা সবগুলো ধীরস্থিরভাবে আদায় করা ফরজ।

ধীরস্থিরতা ওয়াজিব হওয়ার দলিল এই হাদিস-

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—আমাকে সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করতে বলা হয়েছে। কপাল, নাক, দুই হাত, দুই হাঁটু দুই পায়ের কিছু অংশ, স্থিরভাবে সিজদা করা ছাড়া এটা কখনোই সম্ভব নয়।

স্থিরতার পরিমাণ ফকিহগণ এক তাসবিহ আদায় সমপরিমাণ সময় নির্ধারণ করেছেন।

মালেকি মাযহাবে সিজদা সহিহ হওয়ার সর্বনিম্ন পরিমাণ হল কপালের কিছু অংশ হলেও মাটিতে লাগানো। সুতরাং কপালের মধ্যাংশ মাটিতে স্পর্শ না করলে সিজদা সহিহ হবে না। নাক একটু না ঠেকালে সিজদা পুণরায় করতে হবে। আর হাত, হাঁটু, পা লাগানো সুন্নত।

হানাফি মাযহাবে কপালের সামান্য অংশ স্পর্শ করা ফরজ। বেশী অংশ লাগানো ওয়াজিব। আর সুন্নত হাদিসে যেমন আছে।

শাফেঈ ও হাম্বলি মাযহাবে সাতটি অঙ্গের প্রত্যেকটির কিছু অংশ স্পর্শ করাতে হবে। উপরন্তু হাম্বলিরা নাক মাটিতে লাগানোর শর্তও আরোপ করেছেন। আর শাফেঈরা দুই হাতের তালু ও দুই আঙ্গুলগুলোর পেট মাটি জমিয়ে রাখার শর্তারোপ করেছেন।

৮. সিজদা থেকে উঠে বসা সালাতের অষ্টম রোকন। অবশ্য হানাফিদের মতে সিজদা থেকে মাথা একটুকু ওঠানো যাতে বসার কাছাকাছি মনে হয় মাথা এই পরিমাণ ওঠানো ফরজ, বাকিটা সুন্নত।

Scanned by CamScanner

মালেকি মাযহাবে দুই সিজদার মাঝখানে স্থির হয়ে বসা ফরজ। অর্থাৎ স্থিরতাটা পৃথক একটি রোকন।

৯. দ্বিতীয় সিজদা সালাতের নবম রোকন।

১০. আখেরি বৈঠক। সালাতের দশম রোকন। যেমন হাদিসে বলা হয়েছে, যখন তুমি শেষ সিজদা থেকে মাথা ওঠাবে এবং তাশাহুদ পরিমাণ বসবে তখন তোমার সালাত পূর্ণতা লাভ করবে।

ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে তাশাহুদ পরিমাণ বসা ফরজ।

মালেকি মাযহাবে সালাম ফিরানোর পরিমাণ সময় বসা ফরজ, তাশাহুদ পরিমাণ বসা সুন্নাত, দুরুদ শরীফ পরিমাণ বসা মুস্তাহাব।

শাফেঈ মাযহাবে তাশাহুদ, দরুদ শরীফ এবং প্রথম সালাম ফিরাতে যতটুকু সময় প্রয়োজন, এই পরিমাণ সময় আখেরি বৈঠক করা ফরজ।

হাম্বলি মাযহাবে তাশাহুদ ও দুই সালাম পরিমাণ বসা ফরজ।

১১. আখেরি (বৈঠকের) তাশাহুদ শাফেঈ ও হাম্বলি মাযহাবে ফরজ। হানাফি মাযহাবে ওয়জিব। মালেকি মাযহাবে সুন্নত।

ফরজ হওয়ার দলিল ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস— 'তাশাহুদ ফরজ হওয়ার আগে আমাদের জানা ছিল না কী বলতে হবে বৈঠকের সময়।'

ইবনু আব্বাস এবং হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে, তাশাহুদের বাকি অংশ ইবনু মাসউদের মতই।

হযরত ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহু ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার তাশাহুদকে গ্রহণ করেছেন এই যুক্তিতে যে, তার অর্থ অনেক ব্যাপক-বিস্তৃত। আর সনদেও কোন সমস্যা নেই।

ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাশাহুদকে গ্রহণ করেছেন।

Scanned by CamScanner

১২. সালাম- السلام عليكم বলা সালাতের বারতম রোকন। যেমন হাদিসে এসেছে- وتحليلها التسليم, আর সালাত থেকে বের হওয়ার উপায় হচ্ছে সালাম। জমহুরের মতে এক সালাম ফরজ। হাম্বলি মাযহাবে দুই সালামই ফরজ।

ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে সালাম ওয়াজিব (ফরজ বা রোকন নয়।) তবে কেউ যদি এক সালামেই সালাত সমাপ্ত করে ২য় সালাম না দেয়, তার সালাত হয়ে যাবে।

১৩. তারতিব—তথা হাদিসে বর্ণিত ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সালাতের রোকন। (যেমন প্রথমে নিয়ত, তারপর তাকবিরে তাহরিমা, কিয়াম, রুকু, ইত্যাদি)

সালাতের সুন্নতসমূহ

১. হাত উঠানো (যার ব্যাখ্যা পূর্বে বিগত হয়েছে)।

২. বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা। এ বিষয়ে ১৮ জন সাহাবি ও তাবেঈ থেকে বিভিন্ন হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

একবার নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনু মাসউদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ইবনু মাসউদ তখন সালাতের মধ্যে ডান হাতের উপর বাম হাত রেখেছিলেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত ছুটিয়ে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে দিলেন।

হাত কোথায় বাঁধা হবে এ বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা ও আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন—হাত নাভির নীচে বাঁধতে হবে।

ইমাম শাফেঈ ও ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহমার মতে—নাভির উপরে বাঁধতে হবে।

[এখানে বড় আক্ষেপের সঙ্গে যে বিষয়টা বলতে হচ্ছে তা এই যে, চার ইমামের একজনও বুকে হাত বাঁধার কথা বলেননি। যা বলেছেন তা হল নাভির উপরে বা নীচে। বুকের উপরে নয়। অথচ এক শ্রেণির মাযহাব

Scanned by CamScanner

বিদ্বেষী না বুঝেই বুকের উপর হাত বাঁধে। তাদের উদ্দেশ্যে আমার নছীহত দুটোর যে কোন একটা করুন, নাভির নিচে অথবা নাভির উপরে। বুকের উপরে কোন অবস্থায়ই নয়।-অনুবাদক]

৩. ছানা পড়া—এক্ষেত্রে অনেক দুআ হাদিসে বর্ণিত আছে, যেমন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত-

اللّٰهُمَّ باعد بينى وبين خطايای كما باعدت بين المشرق والمغربن اللّٰهُمَّ نقنى من الخطايا كما ينقى الثوب الأيض من الدنس ، اللّٰهُمَّ اغسلنى من خطايای بالماء والثلج والبرد.

হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত দু'আ-

وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض حنيفا مسما، وما انا من المشركين ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين.

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত দুআ- (আমরা যেটা পড়ি)

سبحانك اللّٰهُمَّ وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দুইটা সনদের দিক থেকে যদিও নবিজি পর্যন্ত পৌছানো হয়নি, বরং হযরত উমরের উপরে মওকুফ রাখা হয়েছে, কিন্তু দু'আটি অনেক বেশি মশহুর এবং এখনো পর্যন্ত মসজিদে-মাদরাসায় ও মক্তবে এই দুআটিই শেখানো হয়।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহমা এটিকে গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত দুআটি গ্রহণ করেছেন।

৪. সানা পড়ার পর কেরাত শুরুর আগে... اعوذ بالله পড়া। যেমন হাদিসে এসেছে—নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেরাতের আগে

Scanned by CamScanner

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم বলতেন, তবে অবশ্যই ... اعوذ بالله আস্তে পড়তে হবে।

ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ জাহরি সালাতে 'আউযু বিল্লাহি' জোরে বলা জায়েয বলেছেন।

৫. সুরা ফাতিহার পর আমিন বলা প্রত্যেক মুসল্লির জন্য সুন্নত। বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত আতা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন—আমি দুইশত জন সাহাবিকে পেয়েছি যারা ইমাম ولا الضالين বললে উচ্চস্বরে আমিন বলতেন। আর হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত, হাদিসে বলেছেন, ইমামের পিছনে তোমাদের সালাম ও আমিনওয়ালার কারণে ইহুদিরা তোমাদের যতটা হিংসা করে, অন্য কোন কারণে এত বেশি হিংসা করে না।

অন্য হাদিসে এসেছে—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইমাম যখন غير المغضوب عليهم ولا الضالين বলবে, তখন তোমরা আমিন বলবে। কারণ ঐ সময় ফেরেশতারাও আমিন বলে। আর যার আমিন ফেরেশতাদের আমিনের সঙ্গে মিলে যাবে তার পিছনের সমস্ত (ছগিরা) গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।

জাহরি সালাতে আমিন জোরে বলবে। তবে ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে সর্বাবস্থায় আমিন আস্তে বলতে হবে।

৬. সুরা ফাতিহার পর অন্য কোন সুরা পড়া—

হযরত আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সালাত পড়াতেন। প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতিহার সঙ্গে বড় দুইটি সুরা পড়তেন। মাঝে মধ্যে দু'একটা আয়াত আমাদেরকে শোনাতেন। প্রথম রাকাত ২য় রাকাতের চেয়ে লম্বা হতো। শেষ দুই রাকাতে শুধু সুরা ফাতিহা পড়তেন।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিরাত সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল কায়্যিমের বক্তব্য নিম্নরূপ–

Scanned by CamScanner

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফজরের সালাতে প্রত্যেক রাকাতে ৬০ থেকে ১০০ আয়াত পড়তেন। কখনো সুরা ক্বাফ এবং সুরা রূম পড়তেন। শুক্রবার ফজরের দুই রাকাতে সুরা আলিফ লাম-মিম, সাজদা এবং সুরা দাহর পড়তেন।

যোহরের সালাত কখনো কখনো অনেক দীর্ঘ করতেন। যেমন আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, যোহরের সালাত শুরু হওয়ার পর কেউ ইচ্ছা করলে জান্নাতুল বাকিতে যেত এবং প্রয়োজন সেরে ঘরে গিয়ে অজু করত। তারপরও মসজিদে এসে নবিকে প্রথম রাকাতে পেত।

আর আসর সালাতের কিরাত যোহরের অর্ধেক হত। মাগরিবের সালাতে নবির সুন্নত বর্তমান যুগের বিপরীত ছিল। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের দুই রাকাত মিলে কখনো সুরা আ'রাফ কখনো সুরা তূর, কখনো সুরা মুরসালাত পড়তেন।

সবসময় কিসারে মুফাচ্ছাল (সুরা যিলযাল থেকে সুরা নাম পর্যন্ত ছোট ছোট সুরা) পড়া—এটা মারওয়ানের উদ্ভাবন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত নয়।

ইশার সালাতে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সুরা শামছ, সুরা আ'লা, সুরা লাইল পড়তে বলেছেন। জুমার সালাতে সুরা জুমুআ ও মুনাফিকুন, অথবা সুরা আ'লা এবং সুরা গাশিয়া পড়তে বলেছেন। ঈদের সালাতে সুরা ক্বাফ ও ক্বামার অথবা সুরা আ'লা ও গাশিয়া পড়তে বলেছেন। ব্যস! এই ছিল নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর "সুন্নত কিরাত"। যা পরবর্তীতে চার খলিফাও এরই অনুসরণ করেছেন। এ কারণেই দেখা যায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ফজরের সালাতে সুরা বাকারা পড়লেন, যার ফলে সূর্যোদয়ের আগ মুহূর্তে গিয়ে সালাত শেষ হল। তখন মুসল্লিরা বলে উঠল, আরেকটু হলেই তো সূর্য উঠে যেত! খলিফা বললেন—যদি সূর্যোদয়ের সময় হয়ে যেত তাহলে আমাকে উদাসীন পেতে না। অর্থাৎ সূর্যোদয়ের সময় সম্পর্কে আমি পূর্ণ সজাগ-সচেতন ছিলাম। ওটা হিসাব করেই কেরাত নির্বাচন করেছি।

Scanned by CamScanner

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও ফজরে সুরা ইউসুফ-নাহল, অথবা সুরা হুদ-ইসরা'র মত লম্বা লম্বা কেরাত পড়তেন।

হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খলিফাগণ ছোট কেরাত পড়তেন মুসল্লিদের প্রতি সদয়তার কারণে, যাতে তাদের কষ্ট না হয়।

কিরাতের ক্ষেত্রে সুন্নত হল ফজর, মাগরিব ও ইশার প্রথম দুই রাকাতে কিরাত স্বশব্দে পড়া। একইভাবে ঈদের সালাতে, জুমুআ, কুসূফ ও ইস্তেগফার সালাতে কিরাত স্বশব্দে পড়া সুন্নত।

নফল সালাতে দিনের বেলা আস্তে পড়বে, রাতের বেলার সালাতে মুসল্লির ইচ্ছা থাকবে উচ্চস্বরে বা অনুস্বরে পড়ার।

৭. প্রত্যেক ওঠাবসায় তাকবির বলা। হযরত ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি প্রত্যেকবার ওঠাবসা করার সময় ও উঁচুনীচু হওয়ার সময় তাকবির বলতে। তিনি শুধু রুকু থেকে উঠার সময় سمع الله لمن حمده বলেছেন।

হযরত ইকরিমা রহিমাহুল্লাহ একবার ইবনু আব্বাসকে বললেন, আমি বাতহা উপত্যকায় এক আহমক শায়েখের পিছনে যোহরের সালাত পড়েছি। সে বাইশবার তাকবির বলেছেন। তখন ইবনু আব্বাস বললেন—এটাইতো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত।

৮. বিশেষ পদ্ধতিতে রুকু করা—অর্থাৎ রুকুতে পিঠ এমনভাবে প্রসারিত করা, যাতে মাথা ও নিতম্ব বরাবর হয়। আর দুই হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক ফাঁক করে তালু দিয়ে হাঁটু মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা। যেমনটি হাদিসে এসেছে। হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকুতে যেতেন তখন পিঠ এত সমান থাকত যে, পিঠের উপর পানি ভর্তি পেয়ালা রাখলে একটু পানিও পড়বে না।

Scanned by CamScanner

৯. রুকুর তাসবিহ পড়া—উকবা ইবনু আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন فسبح باسم ربك العظيم আয়াতটি নাযিল হল তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটাকে তোমরা রুকুর তাসবিহ বানাও।

১০. রুকু থেকে ওঠার পর দোয়া পড়া—হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলতেন ربنا ولك الحمد

আরেকবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে এক মুসল্লি ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا بماركا فيه বলল, সালাতের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি ত্রিশোর্ধ্ব ফেরেশতাকে দেখলাম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে কে সর্বপ্রথম এর ছাওয়াব তার আমলনায় লিখবে।

অন্য হাদিসে এসেছে–

سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملأ السوات والأرض وما بينهما وملأ ما شئت من شيئ بعد.

হাম্বলি মাযহাবে এটাকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

১১. সহিহ তরীকায় সিজদায় যাওয়া—জমহুরের মতে, হাতের আগে হাঁটু মাটিতে রাখা সুন্নত। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত রাখার আগে হাঁটু রাখতেন।

ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে, আগে হাত রাখা তারপর হাঁটু রাখা সুন্নত। আর সিজদা থেকে উঠার সময় উল্টো করা সুন্নত। (তথা প্রথমে হাত, পরে হাটু উঠানো)

১২. সহিহভাবে সিজদা করা—নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পাওয়া গেলে সিজদা সুন্নত তরীকায় হবে। যেমন—

Scanned by CamScanner

১. নাক-কপাল দুই হাতের তালু মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিলিয়ে রাখা, দুই বাহুকে পাঁজর থেকে আলাদা করে রাখা।

২. দুই হাতের তালু কান অথবা কাঁধ বরাবর রাখা।

৩. উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পর মিলিয়ে রেখে কেবলার দিকে ছড়িয়ে রাখা। যেমন হাদিসে আছে—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে আঙ্গুল ফাঁক করে রাখতেন, আর সিজদার সময় মিলিয়ে রাখতেন।

৪. সিজদার সময় হাত ও পায়ের সবগুলো আঙ্গুল কেবলামুখী করে রাখা।

১৩. সালাতের তেরোতম সুন্নত হল—সিজদার তাসবিহ পড়া। হাদিসে এসেছে যখন سبح اسم ربك الاعلى নাযিল হল তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—এটাকে তোমরা সিজদার তাসবিহ বানাও।

তাসবিহ সর্বনিম্ন একবার পড়া সুন্নত, আর একবার পড়ার সমপরিমাণ সময় সিজদাতে অবস্থান করা ফরজ।

আর সিজদার পূর্ণ তাসবিহ দশবার পড়া। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি রুকুতে এবং সিজদায় দশবার করে তাসবিহ পড়তেন। আর তার সালাতকেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের সবচে' বেশী সাদৃশ্য মনে করা হয়।

সিজদার মধ্যে سبحانك اللّٰهُمَّ ربنا وبحمدك ت اللّٰهُمَّ اغفرلى-এ ধরনের দুআ পড়ার কথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে।

১৪. দুই সিজদার মাঝখানে সহিহভাবে বসা। যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈঠক সম্পর্কে হাদিসে আছে, তিনি বাম পা বিছিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে রাখতেন। কারো কারো মতে উভয় পা

Scanned by CamScanner

বিছিয়ে দিয়ে নিতম্বের উপর বসাকে সুন্নত বলা হয়েছে। কারণ বিভিন্ন হাদিসে এভাবে বসার কথা এসেছে।

১৫. দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে এই দুআ পড়া- اللّٰهُمَّ اغفرلی وارحمنی واهدنی وعافنی وارزقنی

১৬. জলসায়ে ইস্তেরাহাত—প্রথম ও তৃতীয় রাকাত থেকে উঠার সময় খুবই সামান্য সময় বসা। ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে এটি সুন্নত। কিন্তু জমহুরের মতে সুন্নত নয়।

১৭. তাশাহুদের জন্য সহিহ তরীকায় বসা—হযরত ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাশাহুদের জন্য বসতেন, তখন দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখতেন। ডান হাতের শাহাদাত ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা হলকা (বৃত্তাকার) তৈরী করে বাকি তিন আঙুল গুটিয়ে রাখতেন। আর لا اله (اشهد ان) লা-ইলাহা বলার সময় শাহাদাত আঙুলী দ্বারা আসমানের দিকে ইশারা করতেন। ইল্লাল্লাহ বলার সময় আঙুল নামিয়ে ফেলতেন।[২১]

মালেকি মাযহাবে অবশ্য সালাতের শেষ পর্যন্ত আঙুল ডানে-বামে ঝুঁকাতে থাকবে।

হাম্বলি মাযহাবে যতবার আল্লাহর নাম আসবে ততবার শাহাদাত আঙুল নাড়াতে হবে।

বসার ধরনের ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবে উভয় বৈঠকে একই নিয়মে বসবে, অর্থাৎ ডান পা খাড়া করে বাম পা বিছিয়ে পাতার উপর বসবে।

শাফেঈ মাযহাবে প্রথম বৈঠক হানাফিদের মতো, দ্বিতীয় বৈঠক তাওয়াররুক করবে। অর্থাৎ উভয় পা বাম দিক দিয়ে বের করে দিয়ে নিতম্বের (বাম পার্শ্বের) উপর বসবে। মালেকি মাযহাবে উভয় বৈঠকে তাওয়াররুক করবে।

---

[২১] মুসনাদে আহমাদ : ৬১৫২।

Scanned by CamScanner

১৮. প্রথম তাশাহুদ—জমহুরের মতে প্রথম বৈঠকের তাশাহুদ সুন্নত। হানাফিদের মতে ওয়াজিব। এ কারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম□তা ছুটে যাওয়ার কারণে সাহু সিজদা করেছেন। প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ ছাড়া আর কিছু পড়া যাবে না। হাদিসে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম বৈঠক এত সংক্ষিপ্ত হত যেন তিনি গরম পাথরের উপর বসেছিলেন।

১৯. আখেরি বৈঠকে তাশাহুদের পর দুরুদ পড়া।

জমহুরের মতে দুরুদ পড়া সুন্নত। ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে ওয়াজিব।

দুরুদ শরিফ পড়ার পর কোরআন-সুন্নাহ্‌র নির্ধারিত দুআ অথবা যে কোন দুআ করা মুস্তাহাব।

সালাম ফেরানোর পর এই দোয়াগুলো পড়বে

১. استغفر الله তিনবার।

২.

لا إله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على ل
شي قدير اللّٰهُمَّ لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت، ولا
ينفع ذا الجد منك الجد اللّٰهُمَّ اعنى على ذكرك وشرك وحسن
عبادتك.

৩. উকবা ইবনু আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন।

Scanned by CamScanner

৪. আয়াতুল কুরসি পড়া—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর আয়াতুল কুরসি পড়বে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২২]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—যে সালাতের পর আয়াতুল কুরসি পড়বে ঐ সালাত থেকে পরবর্তী সালাত পর্যন্ত সে আল্লাহর দায়িত্বে হয়ে যাবে।

৫. তাসবিহে ফাতেমি পড়বে—হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম□পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর যে ব্যক্তি ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার পড়বে, অতঃপর একশতম বারে لا إله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على ل شيئ قدير বলবে, তার সমস্ত (ছগিরা) গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়।[২৩]

সালাতের গুরুত্ব ও ফযিলত

সালাত ইসলামের পাঁচ মূল স্তম্ভের একটি। ঈমানের পরেই সালাতের স্থান। সালাতের গুরুত্ব বোঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের সময় বার বার বলেছিলেন-

الصلاة ... الصلاة ... وما ملكت ايمانكم.

> সালাত... সালাত... সালাতের প্রতি তোমরা যত্নবান হও। আর তোমাদের অধিনস্ত গোলাম বাঁদীর প্রতি তোমরা সদাচারী হও।

---

[২২] সুনান দারেমি : ৩৪২৯।
[২৩] সহিহ বুখারি : ৬৪০৫।

Scanned by CamScanner

অন্য হাদিসে এসেছে—কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার সালাতের হিসাব হবে। যার সালাত ঠিক থাকবে তার বাকি আমলও ঠিক থাকবে। আর যার সালাতে সমস্যা হবে, তার অন্যান্য আমলেও সমস্যা হবে।[২৪]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্য হল সালাত ছেড়ে দেয়া।[২৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু শাকিক বলেন—সাহাবায়ে কেরাম সালাত ছেড়ে দেওয়াকে কুফুরি মনে করতেন।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনু আউফ, মু'আয ইবনু জাবাল, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত আছে—যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত ফরজ সালাত তরক করবে, ঐ সালাত ছেড়ে দেওয়াকে কুফুরি মনে করবে না—ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে কাফের-মুরতাদ হয়ে যাবে।

এ কারণেই চার ইমামের প্রত্যেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত তরককারীকে কতল করার পক্ষে মত দিয়েছেন। শুধু ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ্‌র একটি মত এমন আছে যে, তাকে জেলে বন্দী করে রাখতে হবে। যাতে সে তার অবস্থান থেকে সরে আসার সুযোগ পায়।

গুরুত্ব আমরা এভাবেও বুঝতে পারি যে, কোরআন-হাদিসের অসংখ্য জায়গায় ইমানের সঙ্গে সঙ্গে সালাতের বিষয়টা এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে প্রচ্ছন্নভাবে সালাত ইমানের পূর্ণতা এটা সাব্যস্ত হয় যে—সালাত ছাড়া ঈমান পূর্ণতা লাভ করে না। সুতরাং মুমিনদের জন্য যেসকল সুবিধা ও পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, ঈমানদারের অনুকূলে যেসকল বিধান প্রদান করা হয়েছে এগুলো সে তখনই পাবে যদি সালাত ঠিকমত আদায় করে। যেমন সুরা তাওবায় বলা হয়েছে–

---

[২৪] মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবা : ৭৭৭১।
[২৫] হিলয়িয়াতুল আওলিয়া : ৬/২৭৬।

Scanned by CamScanner

হারাম মাসগুলো যখন বিগত হবে তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে সেখানেই কতল করবে। হ্যাঁ, যদি তাওবা করে (ঈমান আনে) এবং সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের রাস্তা ছেড়ে দাও।

হযরত ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে আদেশ করা হয়েছে, যেন আমি মানুষের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যাই যতক্ষণ না, তারা এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল। এবং তারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে। যদি তারা এগুলো করে তাহলে তাদের জান-মাল আমার থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে....।

দেখুন, উপরের প্রতিটি আয়াত-হাদিস একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করছে যে, জান-মাল নিরাপদ করার জন্য শুধু لا اله الا الله محمد رسول الله বলাই যথেষ্ট নয়। সালাত যাকাতসহ ইসলামের অন্যান্য দাবিও আমলে আনতে হবে।[২৬]

সালাতে আরো কিছু মাকরূহ বিষয়

জনৈক কবি নিজের কবিতা পংক্তিতে বেশ কিছু মাকরূহ জমা করেছে। পংক্তিগুলো এই–

اذا نحن قمنا فى الصلاة فأننا + نهينا عن الاتيان ينها بستة

بروك بغير والتفات كثعلب + ونقر غراب فى سجود الفريضة.

واقعاء كلب او كبسط ذراعه + واذنا خيل عند فعل التحية

وزدنا كتدبيح الحمار بمده + لعنق وتصويب لرأس بركعة.

যখন আমরা সালাতে দাঁড়াই, তখন ছয়টি বিষয় নিষিদ্ধ হয়ে যায়। উটের মত বসা, শেয়ালের মত এদিক সেদিক

---

[২৬] মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ৬৯১৬।

Scanned by CamScanner

তাকানো। ফরজ সালাতে কাকের মত ঠোঁকর দিয়ে সিজদা করা, বৈঠকের সময় কুকুরের মত দু'হাত সামনে খাড়া করে দুই পায়ের উপর বসা। অথবা দু'হাত বিছিয়ে কুকুরের মতো শোয়া। আর সালামের সময় ঘোড়ার লেজ খাড়া করার মত দুহাত উপরে তোলা। আর রুকুর সময় মাথা নিতম্ব বরাবর না করে আরো বেশী নীচু করে দেয়া।

উটের মত বসা দ্বারা উদ্দেশ্য হল সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাত রেখে পরে হাঁটু রাখা।

এ কারণেই জমহুর বলেছেন—আগে হাঁটু তারপর হাত রাখবে। শুধু ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আগে হাত তারপর হাঁটু রাখবে। তিনি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই হাদিস গ্রহণ করেছেন।

فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه.

সিজদায় গমনকারী যেন উটের মত না বসে। বরং আগে হাত রাখবে, তারপর হাঁটু রাখবে।

এই হাদিসের বিষয়ে ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন—এখানে রাবীর ভুলবশত শব্দ উলট পালট হয়েছে, আসলে হবে وليضع ركبتيه قبل يديه কারণ হাদিসের প্রথমাংশে উটের মত বসতে নিষেধ করা হয়েছে, অথচ উট প্রথমে সামনের দুই পা (মানে হাত) আগে রাখে, তারপর বসে সুতরাং উটের মত বসতে না চাইলে আগে হাঁটু রাখতে হবে, তারপর হাত রাখতে হবে।

অন্য এক হাদিসে নবি সালাতের মধ্যে বিভিন্ন প্রাণীর সাদৃশ্য বর্জন করতে বলেছেন—যেমন শেয়ালের মত একদিক-ওদিক তাকাবে না, হিংস্র পশুর মত দুহাত সামনে ছাড়িয়ে দিয়ে বসবে না। কুকুরের মত দুই হাত খাড়া করে, দুই ভাঁজ করে নিতম্বের উপর বসবে না। কাকের ঠোঁকরের মত তাড়াহুড়ার সিজদা করবে না। ঘোড়ার লেজ খাড়া করার মত সালামের সময় হাত উঁচু করবে না।

Scanned by CamScanner

কারণ ইসলামের শুরু যুগে তারা এরকম করতেন, তাই নিষেধ করা হয়েছে। সালাতের মধ্যে তারা হাত উঁচু করে সালাম দিতেন এবং উত্তর দিতেন। পরে হাত উঠাতে নিষেধ করেছেন।

হিংস্র পশুর মত হাত বিছানোর অর্থ হল সিজদার সময় হাত মাটিতে লাগিয়ে রাখা।

গাধার মত মাথা নীচু করার অর্থ হল রুকুর সময় নিতম্ব থেকে মাথা নীচু করে ফেলা। এগুলো সবই মাকরুহ।

সিজদায়ে সাহু

মানুষ মাত্রই ভুল করে। জীবনের সব ক্ষেত্রেই মানুষ যেহেতু ভুল করে থাকে, সুতরাং সালাতের মধ্যে ভুল করা, ভুলে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। আল্লাহর নবি সালাতে পাঁচ জায়গায় ভুলে গেছেন।

১. ভুলে তাশাহুদ না পড়ে ৩য় রাকাতের উঠে গেছেন। পরে সিজদায়ে সাহু করেছেন।

২. চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়েছেন। পরে সাহু সিজদা করেছেন।

৩. চার রাকাত সালাত তিন রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়েছেন।

৪. চার রাকাত বিশিষ্ট□সালাত ভুলে পাঁচ রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়েছেন। পরে সাহু সিজদা করেছেন।

৫. সালাতের রাকাত সংখ্যায় সন্দিহান হয়েছেন এবং সাহু সিজদা করেছেন।

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বলেছেন—আমি তোমাদের মতই মানুষ, তোমাদের মত আমারও ভুল হতে পারে। তখন তোমরা সংকোচ না করে আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও।

অন্য বর্ণনায় এসেছে—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন যোহরের সালাতে দু'রাকাত পড়ে না বসেই তৃতীয় রাকাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুক্তাদিরাও তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল। আখেরি বৈঠকে সবাই

Scanned by CamScanner

যখন সালামের অপেক্ষা করছিল তখন তিনি তাকবির বলে সিজদায় গেলেন এবং দুই সিজদা করে সালাম ফিরালেন।

উপরোক্ত এই হাদিস থেকে জানা গেল যে, সাহু সিজদা প্রথম বৈঠকের তাশাহুদের ক্ষতিপূরণ করে দিতে পারে এবং সিজদায়ে সাহুতে তাকবির বলে যেতে হয়, আর সিজদায়ে সাহু সালামের আগে দুই বার করতে হয়।

সিজদায়ে সাহুর হুকুম

ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ সিজদায়ে সাহুকে সুন্নত বলেছেন। এর স্বপক্ষে দলিল এই যে, সাহু সিজদার মাধ্যমে সুন্নতের ক্ষতিপূরণ করা যায়, ফরজের নয়। উপরন্তু সাহু সিজদা ইচ্ছায় বা ভুলে ছুটে গেলে সালাত হয়ে যায়।

ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে, সাহু সিজদা ওয়াজিব এবং সালাত সহিহ হওয়ার জন্য শর্ত।

ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে, সালাতের কোনো কিছু ছুটে যাওয়ার কারণে যে সাহু সিজদা করা হয় সেটা ওয়াজিব। আর সালাতে বৃদ্ধি ঘটানোর কারণে যে সিজদা করা হয় সেটা মুস্তাহাব।

সাহু সিজদা সালামের আগে না পরে?

১. শাফেঈ মাযহাবে সর্বাবস্থায় সালামের পূর্বে।

২. হানাফি মাযহাবে সর্বাবস্থায় সালামের পরে।

৩. মালেকি মাযহাবে ছুটে যাওয়ার সাহু সিজদা সালামের আগে। বৃদ্ধির কারণে সাহু সিজদা সালামের পরে।

৪. যাহেরিয়ারা বলেছেন—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহু সিজদা করেছেন, সেভাবেই সিজদা করতে হবে। এর বাহিরে অন্যভাবে সিজদা করা বৈধ হবে না।

Scanned by CamScanner

৫. কারো কারো মতে মুসল্লির ইচ্ছা রয়েছে, চাইলে মুসল্লি আগে বা পরে দুটোই করতে পারবে।

হাদিসে অবশ্য আগে পরে দুই সময়ই সাহু সিজদা করার কথা আছে। প্রত্যেক ইমাম নিজের পছন্দমত রিওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন। আর ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ সমন্বয় সাধন করেছেন। তো সার্বিক বিচারে এখতিয়ার থাকাটাই উত্তম মনে হয়। ইবনু শিহাব যুহরির মন্তব্য হল— রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগে পরে দুই সময়েই সিজদা করেছেন। তবে সালামের আগে সাহু সিজদা করাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ আমল। সুতরাং এটাই আমলযোগ্য।

সাহু সিজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ

সাধারণত তিন কারণে সাহু সিজদা ওয়াজিব হয়–

১. ওয়াজিব ছুটে গেলে ২. সালাতে কোনো কিছু বৃদ্ধি করলে ৩. সালাতে রাকাত সংখ্যা নিয়ে সন্দিহান হলে।

রাকাত সংখ্যায় সন্দেহ হলে

১. ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে—অল্পটাকে হিসাব করে বাকি সালাত পূর্ণ করবে। যেমন আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

> যদি কেউ রাকাত সংখ্যার মধ্যে সন্দেহ পড়ে যায় এবং তিন রাকাত পড়েছে না চার রাকাত সেটা মনে করতে না পারে তাহলে সন্দেহ ঝেরে ফেলে অল্পটাকে নিশ্চিত ধরে বাকি সালাত সমাপ্ত করবে। তারপর সালাম ফিরানোর আগে দুইটা সিজদা করবে। এখন বাস্তবে যদি সে চার রাকাতই পড়ে থাকে তাহলে তো শয়তান খুব ভালভাবেই জব্দ ও শায়েস্ত হবে। আর যদি তার ধারণা অনুযায়ী পাঁচ রাকাত হয়ে থাকে, তাহলে

Scanned by CamScanner

ষষ্ঠ রাকাত যোগ করে নেবে। এতে ফরজের সঙ্গে দুই রাকাত নফলও আদায় হয়ে যাবে।[২৭]

২. ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে চিন্তা করে সঠিক রাকাত-সংখ্যা বের করবে। না পারলে প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করবে।

৩. কেউ কেউ বলেছেন—চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই। শুধু সাহু সিজদা করলেই হবে।

ইমামের ভুল

ইমামের ভুল মুক্তাদিরও ভুল বলে গণ্য হবে। সুতরাং ইমাম সাহু সিজদা করলে মুক্তাদিও করবে। তবে মুক্তাদির ভুলের কারণে না ইমাম না মুক্তাদি কারো উপরেই সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না।

মুক্তাদি যদি মাসবুক হয় তাহলে?

১. ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে—সে ইমামের সঙ্গে সাহু সিজদা করে বাকি সালাত আদায় করবে।

২. ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে—ইমামের সঙ্গে সাহু সিজদা করে বাকি সালাত সমাপ্ত করবে। তারপর আবার সাহু সিজদা করবে।

৩. ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ বলেছেন—সিজদা যদি কিছু ছুটে যাওয়ার কারণে ওয়াজিব হয় তাহলে ইমামের সঙ্গে করবে। আর যদি বৃদ্ধি ঘটানোর কারণে ওয়াজিব হয় তাহলে নিজের বাকি সালাত শেষ করে সাহু সিজদা করবে।

---

[২৭] মুআত্তায়ে মালেক : ১৩৯।

Scanned by CamScanner

সিজদায়ে শোকর

হযরত আবু বাকরাতা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—আনন্দদায়ক কিছু ঘটলে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সামনে সিজদায় পড়ে যেতেন।

১. এ হাদিস থেকে ইমাম শাফেঈ ও আহমাদ রহিমাহুল্লাহমা সিজদায়ে শোকরকে জায়েয বলেছেন।

২. পক্ষান্তরে ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ সিজদায়ে শোকরকে নাজায়েয বলেছেন।

৩. আর ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ এক বর্ণনায় মাকরূহ বলেছেন। তবে বিশুদ্ধ মতে তাঁর নিকট সিজদায়ে শোকর মুস্তাহাব। তার দলিল নিম্নোক্ত হাদিস।

এক হাদিসে আছে—নবি সুরা সা'দ তিলাওয়াত করার সময় যখন وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ পর্যন্ত পৌঁছেছেন সঙ্গে সঙ্গে সিজদায় লুটিয়ে পড়েছেন। আর বলেছেন, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম তাওবার সিজদা করেছেন। আমরা শোকরের সিজদা করব।

অন্য হাদিসে এসেছে—হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম যখন রাসুলকে সুসংবাদ দিলেন যে, আপনার প্রতি কেউ দুরুদ পড়লে আল্লাহ তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদায়ে শোকর আদায় করেছেন।

একইভাবে ইয়ামানবাসী ঈমান গ্রহণের সুসংবাদবাহী হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর পত্র হাতে পেয়েও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদায়ে শোকর আদায় করেছেন।

তাওবা কবুলের সুসংবাদ পেয়ে হযরত কা'ব ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু সিজদায়ে শোকর আদায় করেছেন।

ভন্ড নবি দাবিদার মুসায়লামাতুল কাযযাবের কতলের সুসংবাদ পেয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সিজদা করেছেন।

Scanned by CamScanner

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুও সিজদা করেছেন খারেজিদের সরদার নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে।

সিজদায়ে শোকরের জন্য অজু জরুরী কি?

এ বিষয়ে ইমামদের দু'রকমের বক্তব্যই পাওয়া যায়।

সিজদায়ে তিলাওয়াত

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সিজদা করেছি সুরা اذا السماء انشقت এবং সুরা اقرا باسم ربك পড়ার পর।

এই হাদিস থেকে সিজদায়ে তিলাওয়াতের বৈধতা প্রমাণিত হয়।

১. জমহুরের মতে সিজদায়ে তিলাওয়াত সুন্নত। দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদিস–

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মিম্বারে দাঁড়িয়ে সুরা নাহলের সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলেন এবং সিজদা করলেন বাকিরাও তার সঙ্গে সিজদা করল। পরের জুমায় আবার তিলাওয়াত করলেন কিন্তু সিজদা করলেন না। আর বললেন—আমাদের সিজদার হুকুম করা হয়নি। যে করবে সে ঠিক করবে, যে করবে না সে ভুল করবে না।

২. ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে, সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব। তার দলিল–

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় গুরুত্বের সঙ্গে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করেছেন।

অন্য হাদিসে এসেছে বনি আদম যদি সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা করে তাহলে শয়তান দূরে গিয়ে বসে কাঁদা শুরু করে। আর বলতে থাকে—

Scanned by CamScanner

> আদমের বেটা সিজদার আদেশ পেয়ে সিজদা করল, ফলে সে জান্নাত পাবে। আর আমাকে সিজদার আদেশে করা হয়েছিল, তা অমান্য করার কারণে আমার কপালে জাহান্নামের আগুন জুটল।[২৮]

জমহুরের মতে সালাতের জন্য শর্তসমূহ সিজদায়ে তিলাওয়াতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ হদস ও নাজাসাত থেকে পবিত্রতা অর্জন করা, নিয়ত করা, কেবলামুখী হওয়া, মকরূহ ও নিষিদ্ধ সময়ে না হওয়া ইত্যাদি।

হযরত ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অযু ছাড়াই সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করতেন।

ইমাম যুহরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন—পবিত্রতা ছাড়া কোনভাবেই সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করা যাবে না। মুকিম অবস্থায় কিবলামুখি হতে হবে। আর সওয়ার অবস্থায় থাকলে যে কোনো দিকেই সিজদা করার অনুমতি আছে।

শাফেঈ মাযহাবে মাকরূহ ওয়াক্তে সিজদা করা যাবে।

ইমাম ও মুনফারিদ সালাতের মধ্যে সিজদার আয়াত পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সিজদা করবে। যেমন হযরত আবু রাফে বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ইশার সালাত পড়েছি, তিনি সুরা ইনশিকাক পড়লেন এবং সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এটা কিসের সিজদা? তখন তিনি বললেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে সালাত পড়েছি, তিনি সিজদা করেছিলেন। তাই আমিও সবসময় সিজদা করি এবং করেই যাবো।

শাফেঈ মাযহাবে ইমাম-মুনফারিদ কারো জন্যই জাহরি-সিররী কোন সালাতেই সিজদার আয়াত পড়া মাকরূহ নয়।

মালেকি মাযহাবে মাকরূহ।

---

[২৮] সহিহ মুসলিম : ১৩৩।

Scanned by CamScanner

হানাফি মাযহাবে উভয়ের জন্য সিররি (তথা কিরাত অনুচ্চস্বরে পড়তে হয় এমন সালাত) সালাতে মাকরূহ। আর জাহরি সিররি (তথা কিরাত উচ্চস্বরে পড়তে হয় এমন সালাত) সালাতে মাকরূহ নয়।

একই সিজদার আয়াত এক মজলিসে কয়েকবার পড়লেও তিলাওয়াত শেষে একটি সিজদা দিলেই যথেষ্ঠ হবে।

সিজদা দেয়ার পর এ আয়াতই আবার পড়লে জমহুরের মত নতুন করে সিজদা দিতে হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ্‌র মতে সিজদার পরেও যদি একই মজলিসে একই আয়াত তিলাওয়াত করে তাহলে আগের সিজদাই যথেষ্ট হবে।

সিজদায়ে তিলাওয়াত কয়টি?

১. ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ বলেন, কুরআনুল কারিমে ওয়াজিব সিজদা ১১টি, যার সবগুলোই তিওয়ালে মুফাচ্ছাল তথা বড় বড় সুরার মধ্যে। দলিল–

হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলের সঙ্গে ১১টি সিজদা করেছি, যার কোনটিই আওসাত বা কিসারে মুফাচ্ছারের মধ্যে নয়, সেই এগারটি সুরা হল—আরাফ, রা'দ, নাহল, বনি ইসরাঈল, মারইয়াম, হজ্জ, ফুরকান, নামল, সা'দ, হা-মিম ও আলিফ লাম মিম সাজদাহ।

২. ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ্‌র দু'টি মত রয়েছে—১১টি এবং ১৪টি। তার দ্বিতীয় মতটি অধিক বিশুদ্ধ। পূর্বের এগারটির সঙ্গে তিনি সুরা ইনশিকাক, সুরা নাজম এবং ইকরা বিসমি রাব্বিকা এই তিনটিকে যুক্ত করেছেন।

৩. হানাফি মাযহাবেও দু'টি মত রয়েছে—১২টি এবং ১৪টি।

ইমাম ত্বাহাবি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন—খবর হিসাবে ১২ টি আয়াতে সিজদার কথা এসেছে। আর আমর বা নির্দেশ হিসাবে আরো তিনটি আয়াতে সিজদার নির্দেশ এসেছে। আমরের গুলো বাদ দিলে ১০টা

Scanned by CamScanner

হয়। দ্বিতীয় মতটিই হানাফি মাযহাবের পছন্দনীয়। এক্ষেত্রে তারা আমরের তিনটিকে গ্রহণ করেছে। আর সুরা হজ্জের দ্বিতীয়টিকে বাদ দিয়েছে। এভাবে সেটি ১৪টি হয়েছে।

৪. ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ ১৫টি সিজদার কথা বলেছেন।

তার দলিল হলো—হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন পড়িয়েছেন এবং পনেরটি সিজদা চিহ্নিত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা সুরা হজ্জের দ্বিতীয়টি বাদ দিয়েছিলেন, তিনি বাদ দেননি। এতে মোট ১৫ টি হয়েছে।

ইসলামে জামাতের গুরুত্ব

ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছিল এমন এক পরিস্থিতিতে—যখন বিশ্বব্যাপী ভয়ঙ্কর এক নৈরাজ্য অরাজকতা বিরাজ করছিল। নীতি-নৈতিকতা ও সামাজিক শৃঙ্খলা বলতে কিছু ছিল না। তাই ইসলাম তার জীবনব্যবস্থায় সামাজিক শৃঙ্খলাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে।

মহিলা এবং জামাত

মহিলাদের জামাতে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি থাকলেও পুরুষের মত নয়। ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

> তোমরা মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করোনা, তবে তাদের গৃহই তাদের জন্য উত্তম।[২৯]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

---

[২৯] মুসনাদ আহমাদ ইবনু হাম্বল : ৪৬৫৬।
[৩০] মুসনাদ আহমাদ ইবনু হাম্বল : ৪৬৫৭।

Scanned by CamScanner

তোমরা আল্লাহর দাসীদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করো না, তবে তাদের সুগন্ধি ব্যবহার না করে বের হওয়া উচিত।[৩০]

উপরোল্লিখিত হাদিস দুটির আলোকে তাদের জন্য জামাতে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি থাকা সত্ত্বেও মহিলাদের সালাত নিজগৃহেই আদায় করা উত্তম এবং উম্মে হুমাইদ সায়েদিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—আমি রাসুলকে বলেছিলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি আপনার সাথে সালাত আদায় পছন্দ করি। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

قدعلمت و صلاتك فى حجرتك خيرلك من صلاتك فى مسجد قومك.

আমি জেনেছি, তবে তোমার জন্য মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করার চেয়ে নিজ কক্ষে সালাত আদায় করা অনেক উত্তম।

পুরুষ মহিলাদের ইমাম হবে

ইমাম আবু ইয়ালা এবং তাবরানি স্বীয় গ্রন্থ "আওসাতে" হাসান সনদে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইবনু কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন—

হে আল্লাহর রাসুল! আজ রাতে আমি একটিই কাজ করেছি। তিনি বললেন, 'কি কাজ'? তখন উবাই বললেন—কতিপয় মহিলা আমার বাড়িতে এসে বলল, আপনি তো ভাল পড়তে পারেন, আমরাতো পারি না, সুতরাং আপনি আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করুন, অত:পর আমি আট রাকাত সালাত তাদের নিয়ে আদায় করি এবং সঙ্গে বিতরও আদায় করি। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ রইলেন, উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—অতঃপর আমরা তার নিরবতাকে সম্মতি মনে করলাম।

Scanned by CamScanner

মহিলাদের ইমামতি করা

আমরা উল্লেখ করেছি যে মহিলাদের জন্য জামাতে উপস্থিত হওয়া জায়েজ আছে তবে এক্ষেত্রে পুরুষ মহিলাদের ইমাম হবে। আর যখন মহিলারা জামাতে উপস্থিত হবে তখন উত্তম হলো, তারা পুরুষদের থেকে দুরত্ব বজায় রাখবে এবং তাদের দর্শন ও তাদের কথা-বার্তা শ্রবণ থেকেও অনেক দূরে থাকবে।

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرصفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها أولها.

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন— পুরুষদের জন্য উত্তম কাতার হল প্রথম কাতার এবং মন্দ কাতার হল শেষ কাতার। আর মহিলাদের জন্য উত্তম কাতার হল শেষ কাতার এবং মন্দ কাতার হল প্রথম কাতার।[৩১]

মহিলাদের জন্য মহিলা ইমাম হওয়া

যখন কোন মহিলা মহিলাদের ইমাম হবে, তখন তাদের কাতার হবে পুরুষদের কাতারের মত, তাদের উত্তম কাতার হবে প্রথম কাতার। বর্ণিত আছে যে, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা মহিলাদের ইমামতি করতেন এবং তিনি তাদের সঙ্গে কাতারের মধ্যে দাঁড়াতেন ।

হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহাও অনুরূপ করতেন। উম্মে ওয়ারাকা বিনতে নওফল আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত (যিনি কুরআন সংকলন করেছিলেন) তিনি বলেন-

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم اهل دراها.

---

[৩১] সহিহ বুখারি : ৯৮।
[৩২] মুসনাদে আহমাহ : ২৭২৮৩।
[৩৩] সহিহ ইবনু হিব্বান : ৫১৫৮।

Scanned by CamScanner

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার পরিবারের লোকজন নিয়ে ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৩২]

উক্ত হাদিসটি নিজ পরিবার পরিজন নিয়ে মহিলাদের ইমামতির বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে, যদিও তাদের মাঝে পুরুষ থাকে—তখন সে পুরুষ মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব পালন করবে। তবে যদি সেই পুরুষ বৃদ্ধ হয়ে থাকে। এটি কোন কোন ফকিহের মত। তবে অধিকাংশ ফকিহদের এতে দ্বিমত রয়েছে। তাদের দলিল হলো হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস–

لا تؤمن امرأة رجلا.

কোন মহিলা পুরুষের ইমাম হবে না।[৩৩]

আর আবু সাত্তার এবং মুযানি রহিমাহুল্লাহুমা মহিলাদেরকে ইমামতি করার অনুমতি দিয়েছেন, আর যখন কুরআনের হাফেজ না পাওয়া যাবে তখন তারাবির সালাতে তাদেরকে ইমাম হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। মহিলার দাঁড়ানোর স্থান, যখন তার স্বামী কিংবা ভাইয়ের সাথে সালাত আদায় করবে, সর্বদাই তার দাঁড়ানোর স্থান হবে পুরুষের পিছনে। যদিও সে একা হয়। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন-

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفة وأم سليم خلفنا.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাত আদায় করছিলেন, তখন আমি এবং একজন এতিমের পিছনে দাঁড়ালাম, আর উম্মে সুলাইম আমাদের পিছনে দাঁড়ালেন।[৩৪]

---

[৩৪] সহিহ বুখারি : ৮৭১।
[৩৫] সহিহ বুখারি : ১০৬০।

Scanned by CamScanner

এই উম্মে সুলাইম হলেন হযরত আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মা। তিনি হুনাইন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এভাবেই মহিলাদের কাতার সর্বদা পুরুষ এবং শিশুদের কাতারের পিছনে থাকবে।

মুক্তাদি দাঁড়ানোর স্থান

মুক্তাদি একজন হলে ইমামের ডান পাশে দাঁড়াবে। কারণ হযরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাম পাশে সালাতে দাঁড়ালে তখন তিনি তার মাথায় ধরে তার ডান পাশে দাঁড় করালেন।[৩৫]

আর মুস্তাহাব হল (মুক্তাদি একজন হলে) ইমামের পাশে দাঁড়ানো। তবে শাফেয়ীদের মতে ইমাম হতে একটু পিছনে দাঁড়ানো মুস্তাহাব। সংখ্যাগরিষ্ঠদের দলিল হল—যা যুরাইজ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আতা রহিমাহুল্লাহকে বললাম, কোনো পুরুষ যখন অন্য পুরুষের সঙ্গে সালাত পড়বে তখন সে কোথায় দাঁড়াবে? তিনি বললেন—তার পাশে। আমি বললাম, কাতারে কি তার বরাবর হয়ে দাঁড়াবে? যেন একজন অপরজন হতে আলাদা না হয়ে যায় ? তিনি বললেন হ্যাঁ। আমি বললাম, এমন দূরত্ব যেন না হয় যেন দুজনের মাঝে ফাঁকা না থাকে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

আর মুক্তাদি যখন দুই বা ততোধিক হয়, তখন মুস্তাহাব হল ইমামের পিছনে দাঁড়ানো। কেননা হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এর ডান পাশে সালাত পড়তেছিলেন, অতঃপর জাবির ইবনু সাখার রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাম পাশে দাঁড়ালেন, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উভয়ের হাত ধরে পিছনে ঠেলে দিলেন এবং উভয়কে তাঁর পেছনে দাঁড় করালেন।

Scanned by CamScanner

আর ইমামের জন্য উত্তম হল কাতারের সামনে মাঝামাঝি স্থানে দাঁড়ানো। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

وسطوا الامامة وسدوا الخلل.

তোমরা ইমামকে মাঝামাঝি স্থানে রাখ, এবং কাতারের মধ্যখানের ফাঁকা বন্ধ করে দাও।[৩৬]

ইমাম আবু দাউদ রহিমাহুল্লাহ হাদিসটি বর্ণনার পর চুপ থেকেছেন।

আর (মুক্তাদির জন্য) উত্তম হল ইমামের পিছনে দাঁড়ানো।

হযরত আবু বুরদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

إن استطعت ان تكون خلف الامام وإلافعن يمينه.

যদি পার তাহলে ইমামের পিছনে দাঁড়াও, আর না হলে তার ডান পাশে দাঁড়াও।[৩৭]

আর সর্বোত্তম কাতার হল প্রথম—এরপর দ্বিতীয় কাতার—তারপর তৃতীয় কাতার। কারণ, নু'মান ইবনু বশির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন-

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر للصف الأول ثلاثا وللثانى مرتين وللثالث مرة.

আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রথম কাতারের (সালাত আদায়কারীর) জন্য তিনবার, দ্বিতীয়

---

[৩৬] সুনানু আবু দাউদ : ৫৬১।
[৩৭] সুনানু ইবনু মাজাহ : ১৩৮৭।
[৩৮] সুনানু আবু দাউদ : ১২৫৯।

Scanned by CamScanner

কাতারের জন্য দু'বার, তৃতীয় কাতারের জন্য একবার ক্ষমা প্রার্থনা করতে শুনেছি।[৩৮]

কাতারের পিছনে মুনফারিদদের সালাত

কাতারে পিছনে (একা সালাত আদায়কারীর) সালাত মাকরূহ হয়ে আদায় হয়ে যাবে। এটি অধিকাংশ আলেমদের মত। এর দলিল হল হযরত আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, "তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন, যখন তিনি রুকুতে ছিলেন, তখন তিনি কাতার পর্যন্ত পৌঁছার আগেই রুকু করলেন, অতঃপর বিষয়টি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করলে তিনি বলেন—

زادك الله حرصا ولا تعد.

আল্লাহ তোমার আগ্রহ বৃদ্ধি করুন, আর পুণরায় এমন করো না।

(তবে) ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

তার সালাত ভঙ্গ হয়ে যাবে। তার দলিল হল—হযরত ওয়াবিসা ইবনু মাবাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদিস-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى خلف الامام وحده فأمره ان يعيد الصلاة وزاد الطبرانى الادخلت معهم او اجتررت رجلا.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে কাতারের পিছনে একাকি সালাত আদায় করতে দেখলেন, অতঃপর তিনি তাকে পুণরায় সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিলেন।

তাবরানীর বর্ণনায় বৃদ্ধি করে বলা হয়েছে, তবে আমি তাদের সঙ্গে প্রবেশ করেছিলাম কিংবা লোকটিকে পুনরায় সালাত পড়তে দেখলাম।

Scanned by CamScanner

ইমাম হওয়ার জন্য অধিক উপযুক্ত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فان كانوا فى القراءة سواء فاقد مهم هجرة فان كانوا فى الهجرة سواء فاقد مهم (وفى رواية سنا) ولا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانة ولا يقعد فى بيتة على تكرمته إلا باذنه.

লোকদের ইমাম হবে এমন ব্যক্তি—যে তাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব (কুরআন মাজিদ) এর উত্তম পাঠকারী। এ ক্ষেত্রে যদি সকলে সমান হয়, তবে যে তাদের মধ্যে হিজরতের ক্ষেত্রে অগ্রগামী, এ ক্ষেত্রেও যদি সকলে সমান হয়, তবে যে তাদের মধ্যে অগ্রগামী অন্য বর্ণনায় এসেছে বয়সের ক্ষেত্রে। কেউ যেন কারো ইমামতি স্থানে ইমামতি না করে, এবং কেউ যেন কারো গৃহে গিয়ে তার অনুমতি ব্যতীত তার নিজস্ব সম্মানজনক স্থানে না বসে।[৩৯]

যে ব্যক্তি কুরআন মাজিদ অধিক বিশুদ্ধ পাঠকারী তাকে তার চেয়ে বড় আলেমের উপর অগ্রগণ্য করা হবে।

এটি ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহুমার মত। আর এ মতটি আমর ইবনু সালামার হাদিস দ্বারা সমর্থিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বলেছেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে তোমার কাছে যথার্থই এসেছি, তিনি বলেছেন—যখন সালাতের সময়, তখন তোমাদের কেউ আজান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে অধিক বিশুদ্ধ পাঠকারী সে ইমাম হবে। অতঃপর তারা সকলে দেখলো, কিন্তু তারা আমার চেয়ে উত্তম পাঠকারী কাউকে পেল না, তাই তারা আমাকে এগিয়ে দিল, তখন আমি ছয় কিংবা সাত বছরের শিশু।

---

৩৯ সহিহ মুসলিম : ২৩৭৩।

Scanned by CamScanner

ইমাম আবু দাউদ রহিমাহুল্লাহ বৃদ্ধি করেছেন-

قال عمرو فماشهدت مشهدا فى جرم الا كنت امامهم.

আমর বলেন—অতঃপর জারমে (একটি গোত্রের নাম) যখনই উপস্থিত হতাম, আমিই তাদের ইমাম হতাম।

এই হাদিসটির দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম হিসাবে সেই অগ্রাধিকার পাবে, যে অধিক উত্তম তিলাওয়াতকারী হবে। এবং এটাও বুঝা যায় যে, বিবেক ও বুদ্ধিমান শিশুর ইমামতি মাকরূহ ছাড়া বিশুদ্ধ হবে। এটি ইমাম শাফেয়ীর মত। আর ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ বলেন, মাকরূহ হওয়ার সঙ্গে বিশুদ্ধ হবে। আর ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহুমা থেকে দুটি বর্ণনা এসেছে, তবে তাদের থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ মত হল নফল সালাতসমূহে যথেষ্ঠ হবে, কিন্তু ফরজের ক্ষেত্রে নয়। আর বয়স সংক্রান্ত বর্ণনাটি মালেক ইবনুল হুয়ায়রিসের হাদিস দ্বারা সমর্থিত। তা হল (ليؤمكم اكبركم) "তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে ইমাম হবে।" অগ্রগণ্য হওয়ার ক্ষেত্রে আরো রয়েছে কুরাইশ বংশীয় লোক। কেননা নবি আলাইহিস সালাম বলেন, قدموا قريشا "কুরাইশদেরকে অগ্রগণ্য কর"।

ইমাম নির্ধারণের দ্রষ্টব্য

বিবেকবান ও বুদ্ধিমান শিশুর ইমামতি বিশুদ্ধ হবে। যা উপরোল্লিখিত আমর ইবনু সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারা বোঝা যায়। অনুরূপ অন্ধ ব্যক্তির ইমামতিও বিশুদ্ধ হবে, কেননা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে দুবার মদিনাতে খলিফা (স্থলাভিষিক্ত) বানিয়েছেন ইমামতি করার জন্য। তাকে মোট তের বার খলিফা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে দাঁড়ানো ব্যক্তি বসা ব্যক্তির এবং বসা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির ইমাম হতে পারবে। এমনিভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুশয্যা থাকাবস্থায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহুর পিছনে বসে সালাত আদায় করেছেন, এবং তিনি নিজ গৃহে অসুস্থাবস্থায় বসে সালাত পড়েছেন, আর লোকেরা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে সালাত পড়েছেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে বসতে ইশারা করেছেন।

Scanned by CamScanner

আর ফরয আদায়কারী নফল আদায়কারীর জন্য এবং নফল আদায়কারী ফরয আদায়কারীর জন্য ইমাম হওয়া বিশুদ্ধ হবে, কারণ হযরত মুআয ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলের সাথে সালাত আদায়ের পরে এসে নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের ইশার সালাতের ইমামতি করতেন।

উক্ত আর নফল আদায়কারীর জন্য ফরজ আদায়কারীকে ইমাম বানানো বিশুদ্ধ হবে, কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ব্যক্তিকে (যারা মিনায় মসজিদে হানিফে জামাতের সাথে সালাত আদায় করতে পারেনি) বললেন-

اذا صليتما فى رحالكما ثم أدركتما الامام ولم يصل فصليا معه فانها لكما نافله.

যখন তোমরা তোমাদের বাহনে সালাত আদায় করলে, এরপর তোমরা ইমামকে পেয়ে গেলে যে ইমাম এখনো সালাত পড়েনি, তাহলে তোমরা তার সঙ্গে সালাত পড়ে নাও, এটা তোমদের জন্য নফল হয়ে যাবে।

অজুকারীর জন্য তায়াম্মুম কারীকে ইমাম বানানো বিশুদ্ধ হবে, অনুরূপ তায়াম্মুমকারীর জন্য অজুকারীকে ইমাম বানানো বিশুদ্ধ হবে। কারণ হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু এমনটি করেছেন, আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা সমর্থন করেছেন। অনুরূপভাবে মুসাফিরকে মুকিমের ইমাম বানানো এবং মুকিমকে মুসাফিরের ইমাম বানানো বিশুদ্ধ হবে। অনুরূপ অসম্পূর্ণ আদায়কারীর জন্য পরিপূর্ণ আদায়কারীকে ইমাম বানানো বিশুদ্ধ হবে। তবে পরিপূর্ণ আদায়কারীর জন্য অসম্পূর্ণ আদায়কারীকে ইমাম বানানো বিশুদ্ধ হবে না।

আর যখন মুসাফির মুকিমের পিছনে সালাত পড়বে, তখন সে চার রাকাআত পড়বে। কারণ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলেন, তখন তিনি বলেন—এটিই সুন্নত। আর ফাসিকের ইমামতি মাকরূহ হবে। ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহ তাঁর রচিত "আত্-তারীখ" গ্রন্থে আব্দুল কারিম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দশজন সাহাবিকে পেয়েছি,

Scanned by CamScanner

তারা অত্যাচারী শাসকদের পিছনে সালাত পড়ে। অনুরূপভাবে হযরত ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পিছনে সালাত আদায় করেছেন এবং আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু মারওয়ানের পিছনে এবং ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়ালিদ ইবনু উকবার পেছনে সালাত আদায় করেছেন। অথচ ওয়ালিদ ইবনে উকবা মদ পান করত এবং হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বেত্রাঘাত করেন। আর সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ ইবনু আবি উবায়দের পিছনে সালাত আদায় করতেন অথচ তার বিরুদ্ধে কুফর ও নাস্তিকতার অভিযোগ ছিল। আর আলেমগণের গৃহীত মূলনীতি হলো-

كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره.

যার সালাত তার নিজের জন্য বিশুদ্ধ হবে, অন্যের জন্যও তার সালাত বিশুদ্ধ হবে।

ইমাম ও মুক্তাদির মাঝে বাঁধা থাকাবস্থায় ইক্তিদা

ইমাম ও মুক্তাদির মাঝে বাধা থাকাবস্থায় মুক্তাদির জন্য ঐ ইমামের ইক্তেদা করা বিশুদ্ধ হবে না, যখন মুক্তাদি ইমামের উঠা-বসা ও পরিবর্তন হওয়া, দেখার কিংবা শ্রবণের দ্বারা জানতে পারবে। ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহ বলেন—হযরত হাসান রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তোমার মাঝে এবং তার মাঝে কোন নহর বা খাল থাকলেও সালাত পড়তে অসুবিধা নেই। আর আবু মিজলায রহিমাহুল্লাহ বলেন—ইমামের ইক্তিদা করবে, যদিও (ইমাম ও মুক্তাদি) উভয়ের মাঝে কোন রাস্তা বা দেয়াল থাকে, যখন সে ইমামের তাকবিরে তাহরিমা শুনবে, কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ কক্ষের মধ্যে সালাত পড়েছেন, আর সকলে বাহিরের থেকে তার অনুসরণ করেছেন।

ইমামের পিছনে প্রচার বা ঘোষণা

ইমামের পিছনে প্রচার বা ঘোষণা কিংবা তাকবির জায়েয আছে, তবে যখন মুক্তাদিগণ ইমামের আওয়াজ শুনবে, তখন তা মাকরুহ হবে।

Scanned by CamScanner

খলিফা বানানো

সালাতের মধ্যে যখন ইমামের মনে পড়বে যে তার ওযু নেই, সে তখনই বেরিয়ে আসবে এবং অপর একজনকে খলিফা বানাবে। হযরত আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু আহত হওয়ার দিন হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইমামতির জন্য এগিয়ে গিয়েছিলেন।

ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহ বলেন—যদি ইমাম খলিফা বানাতে চায় তাহলে পারবে। কারণ হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা বানিয়েছেন।

জামাতে অংশগ্রহণ না করার ওজরসমূহ

১। শীত এবং বৃষ্টি

হযরত ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুয়াজ্জিনকে আদেশ করতেন, তখন মুয়াজ্জিন সালাতের ঘোষণা করতেন, তখন এভাবে মুয়াযযিন ঘোষণা করতেন- صلوا فى رحالكم তোমরা তোমাদের বাহনেই সালাত আদায় কর। এটি সফরকালীন শীত এবং বৃষ্টির রাতের ঘটনা।

আর সহিহ মুসলিমে একটি মারফু হাদিসে বৃষ্টিকালীন একটি সফরের কথা এসেছে-

ليصل من شاء منكم فى رحل.

> তোমাদের মধ্যে যে কেউ ইচ্ছা সে তার বাহনে সালাত পড়ে নিবে।[৪০]

আর হযরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত—তিনি তার মুয়াজ্জিনকে বর্ষাকালীন সময়ে একদিন বললেন-

لاتقل حى على الصلاة وقل صلوا فى بيوتكم.

---

[৪০] সহিহ মুসলিম : ৬২৪।

Scanned by CamScanner

তুমি (আযানে) সালাতের দিকে এসো বলো না, বরং বলো তোমরা তোমাদের গৃহে সালাত আদায় কর।

আর তীব্র শীতের উপর প্রচণ্ড গরম ও অন্ধকার এবং অত্যাচারীর ভীতিকে কিয়াস বা তুলনা করা হয়।

ইবনু বাত্তাল রহিমাহুল্লাহ বলেন—আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন এ বিষয়ের উপর যে, তীব্র শীতের ও অন্ধকার এবং ঝড়-তুফান এবং এসবের মত যা কিছু আছে, এসবের ক্ষেত্রে জামাতে অংশগ্রহণ না করা বৈধ।

২। খাবার উপস্থিত হলে সালাত পড়বে না এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজনের চাপেও সালাত পড়বে না।

৩। হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত-

من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ.

কাজের বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন হল প্রাকৃতিক প্রয়োজনে আগে যাওয়া, তারপর সালাত আদায় করা, যাতে তার মন স্থির থাকে।[৪১]

মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তির সালাত

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ.

নিশ্চয় এ কুরআন পথ প্রদর্শন করবে তাদেরকে—যারা অধিকতর উপযোগী।[৪২]

আর নিশ্চয় এ দ্বীন হল সকল মানবতার দ্বীন, যতদিন ভূ-পৃষ্ঠে মানব থাকবে ততদিন এ দ্বীন থাকবে ইনশা আল্লাহ। এবং এ ভূমি হলো বিচরণকারীদের জন্য আপ্যায়নস্থান।

---

[৪১] সহিহ ইবনু হিব্বান : ২৭৯১।
[৪২] সুরা বনি ইসরাঈল : ৯।

Scanned by CamScanner

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا.

আর আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য কেবল সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।[৪৩]

অবশ্যই মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রকৃতি জানেন, তাই তিনি প্রণয়ন করেছেন তাদের জন্য তাদের উপযোগী বিধান এবং তাদের সৃষ্টির সঙ্গে সাম□স্যপূর্ণ ব্যবস্থা।

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই, এটিই সঠিক ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।[৪৪]

নিশ্চয়ই মানব প্রকৃতির জন্য স্বভাবগত অবস্থা রয়েছে। আর তা হলো, কুরআনের প্রতি আনুগত্য করা, এটি স্বভাবগত বিষয় ও যুক্তিসঙ্গত ফল। কেননা প্রকৃতি এবং কুরআন একই কারখানা থেকে প্রস্তুত। এবং এ দুটি বুনিয়াদিভাবে এক, উৎসমূল হিসাবেও এক। উভয়টিই পৃথিবিতে অবতীর্ণ হয়েছে একে আবাদ করার জন্য, এবং পৃথিবির বুকে খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য।

لقد أرسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.

আমি প্রেরণ করেছি রাসুলদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এবং অবতীর্ণ করেছি তাদের সঙ্গে কিতাব ও পাল্লা—যাতে মানুষ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

---

[৪৩] সুরা সাবা : ২৮।

[৪৪] সুরা রূম : ৩০।

Scanned by CamScanner

অতএব কুরআন ও মানুষের বিধান হল ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা, অর্থাৎ জীবনকে প্রতিষ্ঠা করা ।

আর এ দ্বীনের অপরিবর্তনশীল নীতিমালার মধ্যে একটি মূলনীতি হল সহজকরণ এবং দূরীকরণ। সুতরাং এ দ্বীন তার দৈন্যতা ও সচ্ছলতা, উদারতা ও সংকীর্ণতা এবং সুসময় ও দুঃসময়ে তার সঙ্গি হয়ে চলে এবং তার প্রতি সদয় হয়ে থাকে-

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ.

আল্লাহ কোন প্রাণীর উপর তার সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেন না। তার জন্য তাই রয়েছে, যা সে উপার্জন করেছে এবং তার বিরুদ্ধেও তাই রয়েছে যা সে উপার্জন করেছে।[৪৫]

এ বুনিয়াদি মূলনীতিটি এই দ্বীনের স্বভাব প্রকৃতির ক্ষেত্রে। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আরো ইরশাদ হয়েছে–

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা কামনা করেন, তিনি তোমাদের জন্য কাঠিন্যতা কামনা করেন না।[৪৬]

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

আল্লাহ দ্বীনের মধ্যে তোমাদের জন্য কষ্টকর কিছু কামনা করেন না।[৪৭]

আমরা শরীয়ার সকল বিধি-বিধানের মধ্যে এর প্রকাশ ও প্রমাণ দেখতে পাই। এমনকি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উম্মতকে এর বাস্তব প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তিনি কখনো দুটি বিষয়ের মাঝে স্বাধীনতা দেননি, বরং তার মধ্যে যেটি সহজতর সেটিকে নির্বাচিত করতেন, যতক্ষণ না সেটি গুনাহে পরিণত হয়। আমরা প্রাথমিকভাবে এই

---

[৪৫] সুরা বাকারা : ২৮৬।
[৪৬] সুরা বাকারা : ১৮৫।
[৪৭] সুরা হজ্জ : ৭৮।

Scanned by CamScanner

সহজতা ফরয ও ওয়াজিবসমূহ থেকে সুন্নাহসমূহের মাঝে অনুসন্ধান করব, তাহলে আমরা সবই দেখতে পাবো। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

আর আল্লাহর জন্য মানুষের উপর বায়তুল্লাহর হজ্ব ফরজ করা হয়েছে, যে সাধ্য রাখে সে পথে যাওয়ার।[৪৮]

অনুরূপ সিয়াম বা রোজা পালন করা। ইরশাদ হচ্ছে-

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.

তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে কিংবা সফরে থাকবে, সে অন্যসব দিনে রোজা পালন করবে।[৪৯]

আমরা আরো দেখতে পাই যে, যখন কেউ হজ্বে যাওয়ার শক্তি হারিয়ে ফেলে, তখন শরীয়ত অন্যের দ্বারা হজ্বের বিধান পালনের বৈধতা দিয়েছে।

আমরা আরো দেখি, রমিয়ে জিমার বা কংকর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে জামরাহ পর্যন্ত পৌছা কঠিন হলে এবং মানুষের ভিড়াভিড়ির কারণে নারিদের পক্ষ থেকে সহযোগী নিয়োগের অনুমতি প্রধান করে। আরো রয়েছে নারিদের জন্য ঋতুস্রাবকালীন ছুটে যাওয়া সালাত কাযা করার বিধান না থাকা এবং দৈহিক, পারিবারিক ও দ্বীনী বিষয়াদির মাঝে ভারসাম্য থাকা। আর এ মুলনীতির অনুসরণ করেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

أن الله تعالى يحب أن تولى رُخصة كما يكره أن تولى معصيته.

নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন তার অনুমোদনের উপর চলা, যেমন তিনি অপছন্দ করেন তার অবাধ্য হওয়াকে।

---

[৪৮] সুরা আল ইমরান : ৯৭।

[৪৯] সুরা বাকারা : ১৮৪।

Scanned by CamScanner

আরো কিছু তুলনামূলক কাঙ্খিত ছাড়

আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের সহজের জন্য ইবাদতের মধ্যে আরো অনেক ছাড় দিয়েছেন। যেমন সফরে চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতকে কসর বা সংক্ষিপ্ত করে দু'রাকাত আদায় করা। এমনিভাবে অসুস্থ ব্যক্তির জন্য বসে কিংবা চিত হয়ে সালাত আদায়ের অনুমতি দিয়েছেন।

এমনকি কোন কোন ইমাম যেমন আহমদ রহিমাহুল্লাহ অপারগ (মা'যুর) দের জন্য দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায়ের বৈধতা দিয়েছেন। যেমন—মুস্তাহাযা (বিরামহীন স্রাবধারী) নারিও—যার মুত্রধারা অবিরত এবং যার বায়ু নিঃসরণ অব্যাহত থাকে। তাদের জন্যও দুই ওয়াক্ত সালাত একত্রে পড়ার অনুমতি আছে।

মুসাফিরের সালাত কসর করা

হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন-

أول ما فرضت الصلاة ركتين- فأقرت صلاة وأتمت صلاة الحضر.

> প্রথমে দু'রাকাত করে সালাত ফরজ করা হয়, পরে সেটি সফরের ক্ষেত্রে বহাল রাখা হয়। আর (নিজ এলাকায়) অবস্থানকালে তা পূর্ণ করে দেয়া হয়।[৫০]

হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—অতঃপর নবিজি হিজরত করলেন, এরপর চার রাকাত করে সালাত ফরজ করা হয়। আর সফরের সালাত পূর্বের মতই বহাল থাকে।

মুসাফিরের জন্য সালাত কসর করা নিয়ে আলেমগণের মতবিরোধ

১. হানাফিগণ বলেন—কসর করা ওয়াজিব। কারণ হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বক্তব্য–

صلاة المسافر ركعتان نزلتا من السماء فان شئتم فردوهما.

---

[৫০] সহিহ বুখারি : ১০৯০।

Scanned by CamScanner

মুসাফিরের সালাত দু'রাকাত করেই আসমান থকে নাযিল হয়েছে, অতএব তোমরা চাইলে একে প্রত্যাখান করতে পারো।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা সফরে কসর করেছেন।

ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন-

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر فى السفرويتم ويفطر.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতে কসর করতেন দু'রাকাত করে। আবার পূর্ণও করতেন। আর সিয়াম না রেখে ইফতার করতেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন মদিনা বা শহর থেকে বের হওয়া থেকে শুরু করে ফিরে আসা পর্যন্ত। আর এমনটা প্রমাণিত নেই যে, তিনি সফরে কখনো চার রাকাত বিশিষ্ট সালাত পূর্ণ করেছেন।

ইবনু তাইমিয়্যা রহিমাহুল্লাহ এর মতও অনুরূপ।

হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন–

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر فى السفرويتم.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে কসর করতেন ও পূর্ণ করতেন। রোজা রাখতেন ও ভঙ্গ করতেন। হাদিসটি দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন, এবং এর বর্ণনাকারীগণও নির্ভরযোগ্য।

তবে এটি একটি ত্রুটিযুক্ত। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন—আমি শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা রহিমাহুল্লাহকে বলতে শুনেছি, এটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যা অপবাদ। কারণ তার সম্পর্কে এটি প্রমাণিত যে, তিনি সফরে কখনো চার রাকাত বিশিষ্ট সালাত পূর্ণ করেননি এবং এতে ফরজ সিয়ামও রাখেননি।

এজন্য হানাফিগণ মনে করেন—যে ব্যক্তি সফরে চার রাকাত বিশিষ্ট সালাত পূর্ণ করে, আর যদি সে দু'রাকাতের সময় বসে থাকে, তবে তার

Scanned by CamScanner

সালাত সালাম ফিরাতে বিলম্ব করায় কারাহাতের (মাকরূর) সঙ্গে বিশুদ্ধ হয়ে যাবে, আর যা অতিরিক্ত হয়েছে সেটা নফল হয়ে যাবে। তবে যদি দ্বিতীয় রাকাতে না বসে থাকে, তাহলে তার ফরজ বিশুদ্ধ হবে না। হানাফিরা আরো বলেন—কসর হল সুদৃঢ়। আর পূর্ণ করা হল মূলনীতির বিপরীতে অনুমোদিত। আর এটি নীতি বহির্ভূত। (অতএব মুসাফিরের সালাতের ক্ষেত্রে মূল হল দুই রাকাত। আর এটি সুদৃঢ়। আর যখন কেউ পূর্ণ করল, তবে সে মূলনীতির পরিপন্থি আমল করল।)

২. মালেকিগণ বলেন—কসর হল সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। এবং জামাতে সালাত আদায় অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং মুসাফির যখন কোন মুসাফির না পাবে, যার সে ইক্তেদা করবে, তখন সে একাকি সালাত আদায় করবে। এবং তার জন্য মুকিমের ইক্তেদা করা মাকরূহ হবে।

৩. শাফেয়ি ও হাম্বলিগণ বলেন—কসর জায়েজ এবং এটি পূর্ণ করা উত্তম।

সুতরাং বুঝা গেল যে, চার মাযহাবেই অভিন্ন ও সর্বসম্মতিক্রমে মত হল যে, সফরে সালাত পূর্ণ করা অপেক্ষা কসর করাই উত্তম। আল্লাহই ভালো জানেন।

কসরের দুরত্বসীমা

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত–

> كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اخرج مسيرة ثلثة أميال اوفراسخ صلى ركعتين.
>
> রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তিন মাইল বা ফরসাখ সফরের জন্য বের হতেন, তখন সালাত দু'রাকাত করে পড়তেন।[৫১]

উপরোক্ত হাদিসের দ্বারা উদ্দেশ্য হল—যখন তিনি দূরের এ পরিমাণ দূরত্বে সফরের সংকল্প করতেন, তখন এমন আমল করতেন। এটা নয়

---

[৫১] সুনানু আবু দাউদ : ১২০১।

Scanned by CamScanner

যে, তিনি এ পরিমাণ দীর্ঘ সফরে বের হতেন। আর ফারসাখ এর দূরত্ব ৫৫৪১ মিটার সমান হয়ে থাকে।

আর মিল ১৭৪৮ মিটার সমান হয়ে থাকে। ইমামগণ কসরের দুরত্বসীমা নিয়ে মতবিরোধ করেছেন।

ইবনুল মুনযির রহিমাহুল্লাহ এ ক্ষেত্রে বিশটি মতামত তুলে ধরেছেন।

১. আসহাবে জাওয়াহির উপরোক্ত হাদিসটির আলোকে বলেন—সফরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল তিন মিল। এটা এভাবে বুঝা যাবে যে, এখানে বর্ণনাকারীর সন্দেহ হয়ে গেছে এটা কি মাইল নাকি ফারসাখ। অতএব এটা দ্বারা দলিল দেওয়া যায় না। কিন্তু হাদিসটির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিস দ্বারা–

أنه كان عليه السلام إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة.

> রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এক ফারসাখ সফর করতেন তখন তিনি সালাত কসর করতেন। আর এক ফারসাখ সমান তিন মিল হয়ে থাকে।

২. ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ বলেন—কসরের জন্য সর্বনিম্ন দূরত্বসীমা হল এক মাইল। তাঁর দলিল হল, হযরত ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক মাওকুফ হাদিস-

إذا خرجت ميلا قصرت الصلاة.

> যখন তুমি এক মাইলের জন্য বের হও, তখন সালাত কসর করবে।[৫২]

> ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ আরো বলেন—তবে এক মাইলের চেয়ে কম হলে কসর সহিহ হবে না। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুদের দাফন করতে জান্নাতুল বাকি'র

---

[৫২] মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ৪৩১৩।

Scanned by CamScanner

দিকে যেতেন এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজনে মাঠের দিকে যেতেন, তখন তিনি সেখানে সালাত কসর করেননি।

৩. হানাফিগণ বলেন—কসরের জন্য দূরত্বসীমা হল ২৪ ফারসাখ। দলিল হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মারফু হাদিস-

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر فوق ثلثة ايام الامع محرم.

যে নারি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসী তার জন্য মাহরাম ব্যতিত তিন দিনের চেয়ে সফর করা বৈধ হবে না।

তাঁরা বলেন—একটি উটের দৈনিক ভ্রমনের সীমা হল ৮ ফারসাখ।

ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন—দূরত্বসীমা হল ৪ বুরদ। তাঁর দলিল হল—হযরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর মারফু হাদিস-

لاتقصروا الصلاة فى اقل من اربعة برد.

তোমরা চার বুরদের কম সফরে সালাত কসর করো না।

ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহ হযরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদিস দৃঢ়তার শব্দে তা'লিক যুক্ত করেছেন, তা হল-

إنه سئل اتقصل الصلاة من مكة إلى عرفة قال لا ولكن إللا عسفان والى جدة والى الطائف.

তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল মক্কা হতে আরাফাহ পর্যন্ত গেলে কি সালাত কসর করা হবে? তিনি উত্তরে বলেন—না। তবে আসফানের দিকে ও জিদ্দার দিকে এবং তায়েফের দিকে গেলে কসর করা হবে।

আর এসব স্থানগুলো মক্কা হতে চার বুরদ কিংবা তার চেয়ে অধিক হয়ে থাকে। ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ "যাদুল মাআদ" গ্রন্থে বলেন—নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য সালাত কসর করা এবং রোজা না রাখার জন্য সফরের দুরত্বের ক্ষেত্রে কোন সীমা নির্ধারণ করে

Scanned by CamScanner

দেননি। বরং বিষয়টি তিনি তাদের জন্য সাধারণভাবে ছেড়ে দিয়েছেন, যেমনিভাবে তিনি যে কোন সফরে তাদের জন্য তায়াম্মুমের বিষয়টি সাধারণভাবে ছেড়ে দিয়েছেন।

আর এ সংক্রান্ত যেসব বর্ণনায় একদিন বা দু'দিন কিংবা তিন দিনের সীমাবদ্ধতার কথা এসেছে। সেগুলোর কোনটিই বিশুদ্ধভাবে নির্ধারণের জন্য নয়, আল্লাহই ভাল জানেন।

আর সালাত কসর করা। দু'ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করার বৈধতা দীর্ঘ সফরের ক্ষেত্রে নাকি সংক্ষিপ্ত সফরের ক্ষেত্রে এসব নিয়ে পূর্ববতীদের আরো অনেক মতামত রয়েছে।

আবুল কাসেম আল খারকি "মুগনী" গ্রন্থে বলেন—ইমামগণ যেসব মতামত ব্যক্ত করেছেন আমি এসবের কোন দলিল দেখতে পাই না। কারণ এক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের মতামত বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী, আর বিভিন্ন রকম হওয়ায় তাতে কোন দলিল নেই। আর যেহেতু তাদের মতামত সুদৃঢ় নয়, সুতরাং এক্ষেত্রে তাদের সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া নিষিদ্ধ। এর দুটি কারণ রয়েছে-

প্রথম কারণ

এটি নবিজির সুন্নাহ পরিপন্থি। যেগুলো আমরা বর্ণনা করেছি এবং এটি কুরআনের বাহ্যিক নির্দেশনারও পরিপন্থি। কারণ কুরআনের বাহ্যিক নির্দেশনা দ্বারা যে কোন সফরকারীর জন্য কসর করার বৈধতা দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

واذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح أن اقصروا من الصلاة.

আর যখন তোমরা জমিনে ভ্রমণ কর, তখন তোমাদের জন্য সালাত কসর করতে কোন অসুবিধা নেই।[৫৩]

[৫৩] সহিহ মুসলিম : ৪৩২।

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয় কারণ

নির্ধারণ করার অধ্যায়টি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা কুরআনের নস বা বর্ণনার উপর নির্ভরশীল। অতএব শুধু ইজতিহাদ কিংবা মতামতের দ্বারা এটিকে নির্ধারণ করা ঠিক হবে না। আর এ ক্ষেত্রে দলিল কেবল তাঁর পক্ষে যে কোন মুসাফিরের জন্য কসর করার বৈধতা দেয়। আর আমরা এক্ষেত্রে ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহর এমন মতামতটি বিশেষভাবে পছন্দ করি। কারণ ইবনু আব্বাসের হাদিসটি দ্বীনী সমাধানের ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত এবং এটি উদাসীনতার পথটি বন্ধ করে দেয়।

সফরে নফল সালাত

অধিকাংশ আলেমদের মত হল—সফরে কসরকারী নফল সালাত পড়া মাকরুহ নয়। সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এবং গায়রে মুয়াক্কাদাহর মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

> ان النبي صلى الله عليه وسلم اغسل فى بيت ام هانى يوم فتح مكة ثمانى ركعات.
>
> রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন উম্মে হানির গৃহে গোসল করেছেন। এবং আট রাকাত সালাত পড়েছেন।[৫৪]

অনুরুপ হযরত ইবনে উমার কর্তৃক বর্ণিত আছে-

> أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلنه حيث كان وجهه يؤمى برأسه.
>
> রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহনের পৃষ্ঠে থাকাবস্থায় যে দিকে ফেরা থাকতেন সেদিকে ফিরেই তাঁর মাথার ইশারায় সালাত পড়তেন।

---

[৫৪] আবু দাউদ : ১৭২৫।

Scanned by CamScanner

হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেন-

كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ সফরে থাকাবস্থায় ফরজের আগে ও পরে নফল সালাত আদায় করতেন।

আর হযরত ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আরো কেউ কেউ মনে করেন যে, সফরে ফরজের সঙ্গে তার আগে ও পরে কোন নফল সালাত শরিয়তে অনুমোদিত নয়। তবে হ্যাঁ মধ্যরাতে কিংবা শেষ রাতের ব্যাপারটি ভিন্ন। (তবে ফজরের সুন্নত ও বিতর সালাত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো পরিহার করেননি) একবার হযরত ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একদল মুসাফিরকে দেখলেন যে, তারা সালাতের পর তাসবিহ পাঠ করছে, তখন তিনি বললেন—যদি আমি তাসবিহ পাঠ করি, তবে তো আমি সালাতও পূর্ণ করতে পারি। হে আমার ভাতিজাগণ! আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে থেকেছি, তিনি কখনো দুই রাকাতের উপর বৃদ্ধি করতেন না, এভাবেই তিনি আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন। আমি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সান্নিধ্যেও কাটিয়েছি, তিনিও দুই রাকাতের উপর বৃদ্ধি করতেন না। এভাবে তিনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকেও উল্লেখ করেছেন। এরপরে তিনি আরো বলেন-

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة.

অবশ্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।

আল্লামা ইবনু কুদামাহ রহিমাহুল্লাহ হযরত ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহর মতামতের মাঝে এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, হাসান বসরি রহ.-এর হাদিসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, আমলটি করলে অসুবিধা নেই, আর হযরত ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু

Scanned by CamScanner

আনহুর হাদিসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, আমলটি পরিহার করলেও কোন অসুবিধা নেই।

কসর কখন শুরু করবে?

যখন নিজ এলাকা বা শহর থেকে বের হবে, তখনই কসর শুরু করবে। ইবনুল মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেন—আমার জানা নেই যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো সফরে কখনো মদিনা থেকে বের হওয়ার পূর্বে কসর করেছেন।

আর হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

صليت الظهر مع النبى صلى الله عليه وسلم فى المدينة اربعا وبذى الحليفة ركعتين.

আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে মদিনায় চার রাকাত যোহর সালাত আদায় করেছি, আর যুল হুযায়ফাতে দুই রাকাত আদায় করেছি।[৫৫]

মুসাফির সালাত পূর্ণ করবে কখন?

হযরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন-

أقام صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما يقصر.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় উনিশ দিন অবস্থান করেছেন এবং কসর করেছেন।

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন-

أقام صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة.

---

[৫৫] ইবনু আবি শাইবা : ৮১১৫।

Scanned by CamScanner

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুকে বিশদিন অবস্থান করেছেন এবং সালাতকে কসর করেছেন।[৫৬]

ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে যে, মুসাফির সফরকালীন কতদিনের অবস্থান করার নিয়ত করলে সালাত পূর্ণ করবে?

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—এর নূন্যতম সময়কাল হলো দশদিন।

হানাফিগণ বলেন—১৫দিন। তাদের দলিল হলো, ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাণী।

মালেকি ও শাফেয়ীদের বক্তব্য হলো—সফরের নূন্যতম সময়কাল চারদিন। আর এসকল মতামত হলো ঐ ব্যক্তির জন্য—যে ঐ শহরে প্রবেশ করে সেখানে অবস্থান করার দৃঢ় সংকল্প করেছে।

আর যে মুসাফির সময়ের ব্যাপরে দোদুল্যমান। সেক্ষেত্রে হাদারিয়্যাহগণ বলেন—এমন মুসাফির ১০দিন কসর করবে। আর হানাফি ও শাফেঈগণ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুকাহাদের মতামত হলো—এমন মুসাফির সর্বদা কসর করবে।

আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহর ছাত্ররা বলেন—যদি কেউ শত্রুর মুখোমুখি হয়ে জিহাদের জন্য অবস্থান করে, বাদশাহ্‌র দ্বারা বন্দি থাকে কিংবা অসুস্থ থাকে, সে কসর করবে, চাই তার প্রবল ধারণা হয় যে সে অচিরেই মুক্ত হবে। কিংবা দীর্ঘ সময় পরে মুক্ত হবে।

ইমাম ইবনুল মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেন—আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছে যে, মুসাফির যদি বেশি দিন অবস্থান করার নিয়ত বা সংকল্প করে, তাহলে সে কসরই করবে, যদিও এভাবে তার কয়েক বছর কেটে যায়।

---

[৫৬] মুসান্নাফে আবি শাইবা : ৪৩৩৫।

Scanned by CamScanner

মুসাফিরের দু'ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করা

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل فى سفره قبل ان بزيغ الشمس أخرالظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে সফরে রওয়ানা করতেন, তখন যোহরকে আছরের ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করতেন। এরপর অবতরণ করতেন, অত:পর দু'ওয়াক্তের সালাত একত্রে পড়তেন। আর যদি রওয়ানা করার পূর্বে সূর্য ঢলে যেত, তবে যোহর পড়ে নিতেন, অতঃপর বাহনে আরোহন করতেন আর بزيغ الشمس এর অর্থ হলো সূর্য ঢলে যাওয়া। উদ্দেশ্য হলো—যোহরের ওয়াক্ত প্রবেশ করা।

আর হাদিস দ্বারা কেবল বিলম্বে করে একত্রে করা প্রমাণিত হয়। এজন্য ইমাম আওযাঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন—কেবল বিলম্বে করে দু'ওয়াক্তের সালাত একত্রিত করা জায়েয হবে। এগিয়ে নিয়ে একত্রিত করা জায়েয হবে না। দলিল হলো উপরোক্ত হাদিস। আর এ মতটি ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ থেকেও বর্ণিত, মুহাম্মাদ বিন হাসান রহিমাহুল্লাহ এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

সানআনী রহিমাহুল্লাহ বলেন—অগ্র করে দু'ওয়াক্তের সালাত একত্রে পড়ার বিষয়ে বর্ণিত হাদিস নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে অগ্র করে একত্রিত করার মধ্যে বড় সংশয় রয়েছে।

যেমন—কেউ সময়ের আগে সালাত পড়ে নিল, অথচ এর জন্য না কোন যুক্তি আছে, না কোন মর্ম আছে, না কোন সাধারণ বাণী আছে, আর না কোন বিশেষ বাণী আছে।

তবে ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ ও শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ থেকে মুসাফিরের জন্য অগ্রে ও পরে উভয় পদ্ধতিতেই একত্র করা জায়েয

Scanned by CamScanner

হওয়ার মত বর্ণিত আছে। তবে ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ একত্র করে আদায়কে মাকরুহ বলেন।

আর ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন—একত্র করা পরিহার করা উত্তম। আর তাঁরা বিলম্বে একত্রকরণ জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে উপরোক্ত হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। আর অগ্রে একত্র করার বিষয়ে তারা মুআয ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। তা হলো-

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين الظهروالعصر واذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس أخرالظهر حتى ينزل للعصروفى المغرب مثل ذالك.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে রওয়ানা করার পূর্বে সূর্য ঢলে পড়ত, তখন যোহর ও নামায একত্রে পড়তেন, আর যখন সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে সফরে রওয়ানা করতেন, যোহরকে বিলম্ব করতেন। এমনকি আসরের জন্য অবতরণ করতেন এবং মাগরিবের ক্ষেত্রেও অনুরূপ করতেন।[৫৭]

ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে নিয়মিত একত্রে সালাত আদায় করতেন না। যেমনটা অধিকাংশ লোকেরা করে থাকে। কিন্তু তিনি এলাকায় এসে অবতরণ করে দুই সালাত একত্র করতেন না। তবে হ্যাঁ যখন নতুনভাবে ভ্রমণ শুরু করতেন এবং যখন সালাত আদায়ের পরপর ভ্রমণ শুরু করতেন তখন একত্রে পড়ে নিতেন। যেমনটা তাবুকের ঘটনায় বর্ণিত আছে। আর মহল্লায় অবস্থানকালে অমুসাফির অবস্থায় দুই সালাত একত্রে করা এটা কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, এটা কেবল আরাফায় ও মুযদালিফায় করা হয়েছে। এমনটিই আমাদের শায়খ শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন।

---

[৫৭] মুআত্তায়ে মালিক : ১২১৫।

Scanned by CamScanner

আর ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ এটাকে হজ্বের পূর্ণ বিধানে অর্ন্তভূক্ত সাবস্ত করেছেন। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনটা করেছেন।

অপরদিকে ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ ও ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন—আরাফায় ও মুযদালিফায় একত্র করাটা সফরের কারণ ছিল।

عن معاذ رضى أن النبى صلى أخرالصلاة فى غزوة بتوك يوما ثم خرج فصلى الظهروالعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا.

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক যুদ্ধে একদিন সালাত বিলম্বে আদায় করেছেন, এরপর বেরিয়েছেন। অত:পর যোহর ও আছর একত্রে আদায় করেছেন। এরপর প্রবেশ করলেন, আবার আবার বেরিয়ে গেলেন। অতঃপর মাগরিব ও এশারের সালাত একত্রে আদায় করেলেন।

ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন—হাদিসটির অংশ "এরপর প্রবেশ করলেন পুণরায় বেরিয়ে গেলেন" এমনটা তখনই হতে পারে, যখন তিনি অবস্থানকারী হবেন। সুতরাং এমনটা বলা সহিহ হবে না।

আর হানাফিগণ বলেন—সফরে কিংবা বাড়িতে কোথাও দুই সালাত একত্রে জায়েয নেই। তবে কেবল আরাফার ময়দানে যোহর এবং আসরকে একত্র করা এবং মুযদালিফায় মাগরিব ও এশাকে বিলম্বে একত্র করে পড়া জায়েয আছে।

মহল্লায় অবস্থানকালীন বৃষ্টির কারণে দুই সালাতকে একত্র করা

ইমাম আসরাম রহিমাহুল্লাহ স্বীয় সুনান গ্রন্থে হযরত আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

Scanned by CamScanner

منالسنة إذا كان يوم مطير ان يجمع بين المغرب والعشاء.

সুন্নত হলো—যখন বৃষ্টির দিন হবে তখন মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করা।

ان النبى صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء فى ليلة مطيرة.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো এক বৃষ্টির রাতে মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেছেন।[৫৮]

বৃষ্টির কারণে দুই সালাত একত্র করা নিয়ে ফুকাহাদের মত-পার্থক্য রয়েছে।

ফুকাহাদের মতপার্থক্য

হানাফিগণ বলেন—দুই সালাতকে একত্র করা যায়েজ নেই। চাই তা বৃষ্টির কারণে হোক কিংবা সফরের কারণে হোক। অধিকাংশ ইমামদের মতে মহল্লায় অবস্থানকালে কোনো ব্যক্তির জন্য দুই সালাত একত্র করা জায়েয নেই, কেননা পূর্বে বহু হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। যেগুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায়ের কথা বলা হয়েছে। আর একথা মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতকে তার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদায়ের প্রতি যত্নবান ছিলেন। এমনটি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

ما رأيت النبى صلى صلاة لغير وقتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها.

আমি কখনো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোনো সালাতকে তার নির্ধারিত সময় ছাড়া আদায় করতে দেখিনি কেবল দুটি সালাত ছাড়া—একটি হলো তিনি মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেছেন। অপরটি হলো—

---

[৫৮] মুআত্তায়ে মালিক : ৩৬৬।

Scanned by CamScanner

একদিন তিনি ফজরের সালাতকে তার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আদায় করেছে।

হাদিসটিতে উল্লেখিত ميقات বা নির্ধারিত সময় দ্বারা স্বাভাবিক নির্ধারিত সময় বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সেদিন তিনি স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে গিয়ে কিছুটা আগেই সালাত আদায় করেছেন। আর হাদিসটি جمع শব্দটির দ্বারা মুযদালিফাকে বুঝানো হয়েছে।

শাফেয়িগণ বলেন—যোহর ও আসর অনুরূপ মাগরিব ও ইশার সালাতের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অগ্রে একত্র করা জায়েয আছে। তবে শর্ত হলো বৃষ্টি বিদ্যমান থাকতে হবে।

আর ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহর মত হলো—মাগরিব ও ইশার সালাত মসজিদে একত্রে আদায় করা জায়েয হবে। চাই বৃষ্টি বিদ্যমান থাকুক বা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকুক কিংবা বর্ষা ও সঙ্গে ঘন অন্ধকার থাকুক। তবে তিনি বৃষ্টির কারণে যোহর ও আসর সালাত একত্রে আদায় করাকে মাকরুহ বলেছেন।

আর ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহর মতে—অগ্রে ও বিলম্বে শুধুমাত্র মাগরিব ও ইশার সালাতকেই একত্র করা জায়েয হবে। যদি নিম্নের কারণগুলো বিদ্যমান থাকে—বরফ, তুষার, কাদামাটি, তীব্র শীত এবং এমন বৃষ্টি—যাতে পরিধেয় বস্ত্র ভিজে যায়, আর এই সুযোগ বা অনুমোদন ঐ ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট যে, দূর থেকে এসে মসজিদে জামাতের সঙ্গে সালাত আদায় করতে আগ্রহী, কিন্তু উপরোক্ত কারণে তার কষ্ট হয়, আর যে ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে অবস্থান করে কিংবা সে তার গৃহে জামাতের সঙ্গে সালাত আদায় করে অথবা সে কিছু দ্বারা আবৃত হয়ে হেঁটে হেঁটে মসজিদে আগমন করে অথবা মসজিদটি তার বাড়ি বা গৃহের ফটকের মধ্যে হয়, তখন তার জন্য দুই সালাত একত্রে আদায় করা জায়েয হবে না।

Scanned by CamScanner

অসুস্থতা বা ওজরের কারণে একত্র করা

ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ অসুস্থ ব্যক্তির জন্য যখন সে নিজের ওপর সঙ্গাহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কা করে তখন দুই সালাত একত্র করা জায়েয বলেছেন। অনুরূপ একত্র করাকে বৈধ বলেছেন ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ এবং কোন কোন শাফেঈ চাই তা অগ্রে করা হউক বা বিলম্বে, কারণ অসুস্থতার কষ্ট বৃষ্টির কষ্টের থেকে অধিক কঠিন।

তবে হাম্বলিগণ এক্ষেত্রে প্রশস্ততা গ্রহণ করেছেন, তারা যেকোন কারণে দুই সালাতকে একত্র করাকে অগ্রে হোক বা বিলম্বে জায়েয বলেছেন। যাদের ওজর বা অপারগতা রয়েছে তাদের জন্য এবং ভীরু ব্যক্তির জন্যও দুই সালাতকে একত্রে করা বৈধ। যেমন: মুস্তাহাযা নারি (যার অবিরাম স্রাব চলে) বা যার প্রস্রাব টপকাতে থাকে কিংবা বায়ু নির্গত হতে থাকে এবং যে পবিত্রতা অর্জনে অক্ষম; যে নিজের জীবন শঙ্কিত বা তার সম্পদ নিয়ে শঙ্কিত কিংবা তার সম্মান নিয়ে শঙ্কিত এবং যে তার আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা করে যদি সে দুই সালাত একত্রে আদায় না করে।

মহল্লায় অবস্থানকালে বিনা প্রয়োজনে একত্র করা

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—

أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ.

> রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার সালাত মদিনাতে বিনা ভয়ে এবং বিনা বৃষ্টিতে একত্রে আদায় করেছেন।[৫৯]

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলো এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য? তিনি উত্তরে বলেন—এর দ্বারা ইদ্দেশ্য হলো যাতে উম্মত অসুবিধার মধ্যে না পড়ে।

---

[৫৯] সুনানু তিরমিযি : ১৮৭।

Scanned by CamScanner

তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম এ হাদিসটিকে কয়েকটি কারণে গ্রহণ করেননি। তন্মধ্যে একটি হলো—নসটি নির্দিষ্ট করে দেয়নি যে, এটি অগ্রে করা একত্র করা ছিল না কি বিলম্বে করা হয়েছিলো। যদি কোন একটি নির্দিষ্ট হতো তখন এটি আমলের উপযোগি হতো, সুতরাং সাধারণ অবস্থার ওপর বহাল থাকার যে বাধ্য-বাধকতা রয়েছে এবং যেসব হাদিসের মধ্যে মা'যুর ও অন্যদের জন্য যে সময়ের বর্ননা এসেছে, সেদিকেই প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক। (অর্থাৎ মাযুর ও অন্যদের জন্য যথা সময়ে সালাত পড়া আবশ্যক) আর মুসাফিরের জন্য বহু হাদিস দ্বারা সময়ের ব্যাপকতা প্রমাণিত হয়। আরেকটি কারণ হলো—যদি কষ্ট ও অপারগ ব্যক্তি হয়। যেমন- রুটির কারিগর ও বেতনভুক্ত কর্মচারীকে মুসাফিরের সফরের কষ্টের ওপর কিয়াস বা তুলনা করা হয়, তাহলে আমরা বলব যে, উক্ত কিয়াস কয়েটি কারণে। তন্মধ্যে একটি হলো কিয়াস নির্ভরশীল হয় ইল্লতের উপর, আর সালাত একত্র করার ইল্লত হলো সফর, আর এটি রুটির কারিগর বা ক্ষেত মজুর বা শ্রমিকের মাঝে মহল্লায় থাকাবস্থায় অনুপস্থিত। (সুতরাং কিয়াসটি সঠিক নয়) দ্বিতীয় কারণ হলো—ইবাদতের ক্ষেত্রে কিয়াস জায়েয নেই। কারণ, এক্ষেত্রে কিয়াস দুর্বল হয়ে থাকে। আর ইবাদতের ভিত্তি হলো নকল (কুরআন ও সুন্নাহর নস) আকল (কিয়াস নয়।)

তৃতীয় কারণ হলো—কষ্ট বা মুশাক্কাতটি নির্দিষ্ট একটি হেতু, (এমন কারণ যা আয়ত্ব করা অসম্ভব)। অতএব যদি আমরা কষ্ট ও অপারগদের জন্য দ্বার উম্মুক্ত করে দেই, তাহলে যে কেউ যেকোন ধরনের কষ্টের সম্মুখীন হলে দুই সালাতকে একত্রিত করে নিবে।

উপরোক্ত হাদিসটি গ্রহণ না করার তৃতীয় কারণ হলো—এক্ষেত্রে সাহাবা এবং তাবেয়ী থেকে যেসব আসার বর্ণিত হয়েছে সেসব দলিল নয়, কারণ এটি হলো ইজতিহাদের চারণভূমি।

চতুর্থ কারণ হলো—অনেকে ইবনু আব্বাসের উক্ত হাদিসকে 'জাম-এ সূরী' বা দৃশ্যমান একত্রকরণ বলে ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু ইমাম কুরতুবি এ ব্যাখ্যাটি পছন্দ করেছেন এবং প্রধান্য দিয়েছেন। আর ইমাম ত্বহাবি-এর প্রতি দৃঢ়তা পোষণ করেছেন।

Scanned by CamScanner

অসুস্থ ব্যক্তির সালাত

হযরত ইমরান ইবনুল হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

كانت بى يواسير فسئالت النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستع فقاعدا فان لم تستع فعلى جنب.

আমার অর্শ্ব (রোগ) ছিল, তাই আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বলেন—তুমি দাঁড়িয়ে সালাত পড়ো, তাতে যদি তুমি সক্ষম না হও তবে বসে পড়ো, তাতেও যদি সক্ষম না হও, তবে কাত হয়ে পড়ো।[৬০]

ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ বৃদ্ধি করেছেন-

فإن لم تستع فمشلق لا يكاف الله نفسا الا وسعها.

তাতেও যদি সক্ষম না হও, তবে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ো। আল্লাহ কোন প্রাণীর ওপর তার সক্ষমতার বাহিরে কিছু চাপিয়ে দেন না।

ইমাম দারাকুতনী হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস বর্ণনা করেছেন এভাবে-

فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ ، أَوْمَأَ ، وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا ، صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا ، رِجْلَاهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.

---

[৬০] সহিহ বুখারি : ৫৩২।

Scanned by CamScanner

যদি তুমি সিজদাহ করতে সক্ষম না হও, তবে ইশারা করো এবং তোমার রুকু অপেক্ষা সিজদার ক্ষেত্রে অধিক নত হও। তবে যদি কেউ বসে সালাত পড়তে সক্ষম না হয় তখন সে কিবলামুখী হয়ে ডান কাত হয়ে সালাত আদায় করবে, তবে যদি ডান কাতে শুইতেও সক্ষম না হয় তখন তার দু'পা কিবলার দিকে করে চিৎ হয়ে শুয়ে সালাত পড়বে।

উপরোক্ত হাদিসের সনদে দুর্বলতা রয়েছে এবং এতে পরিত্যক্ত রাবী রয়েছে।

ইমাম ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন—হাদিসে ইশারার কথা ছিল না, অবশ্য একথাটি রাবী যুক্ত করেছেন। আর এই ইমরান ইবনুল হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে সাহাবায়ে কেরামগণ অসুস্থ অবস্থায় খোঁজ খবর নিতে গিয়ে বললেন—আপনি দুঃখিত হবেন না, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে ক্ষমা করে দিবেন ইনশা আল্লাহ। কিন্তু ইমরান ইবনু হুসাইন বলতে লাগলেন—আমার এ রোগ হয়ত আমার আমলের কারণেই আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন।

وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفوعن كثير.

তোমরা যেকোন বিপদের সম্মুখীন হও তা তোমাদের হাতের উপার্জন। আর তার অনেকটা তিনি ক্ষমা করেন।

ওজর ব্যতীত ফরজ সালাত বসে আদায় করা যাবে না, তবে ফুকাহায়ে কেরাম এ বিষয়ে মতবিরোধ করেছেন কিয়াম (দাঁড়ানো) কখন পরিহার করা যাবে? সক্ষমতা না থাকাবস্থায়? যেমনটা বুখারির বর্ণনা- فإن لم تستع فقاعدا দ্বারা বুঝা যায়। নাকি কষ্টকর হলে? যেমনটা ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহর মাযহাব। দলিল হলো–

فإن نالته مشقة فجالسا فان نالته مشة فنائما.

Scanned by CamScanner

> তবে যদি কষ্ট অনুভূত হয়, তাহলে বসে—তাতেও যদি কষ্ট অনুভূত হয় তবে ঘুমিয়ে (শুয়ে)।[৬১]

সালাতে কিয়াম করলে যদি কষ্ট হয়, যেমন যে ব্যক্তি নৌকার মধ্যে দাঁড়িয়ে সালাত পড়লে মাথা ঘুড়ে পড়ার আশঙ্কা করে বা ডুবে যাওযার আশঙ্কা করে, তখন তার জন্য বসে সালাত পড়া বৈধ। আর বসার ধরন সাধারণভাবেই হবে। যেভাবে মুসল্লির সুবিধা হয়, সেভাবে বসে সালাত আদায় করবে।

ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহর "ফাতহুল বারীতে" এসেছে- (আলেমগণ) উত্তমপন্থা নিয়ে মত বিরোধ করেছেন। তবে তিন ইমামের মতে আসন করে (এক পায়ের ওপর অপর পা আড়াআড়ি করে রেখে বসা) বসবে। আর কেউ কেউ বলেন—পা বিছিয়ে বসবে; তবে এর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই হাদিস রয়েছে। আর কাত হয়ে সালাত পড়ার ক্ষেত্রে আকৃতি হবে মৃত ব্যক্তি যেভাবে কিবলামুখি করে রাখা হয় সেভাবে। আর যে কোন দেশের ক্ষেত্রে বিধান হলো, চেহারা কিবলামুখি করা। আর কাত হয়ে সালাত পড়া কঠিন হয়ে গেলে অধিকাংশ ইমামদের মতে তার ওপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন—দু'চোখ এবং ভ্রু দ্বারা ইশারা করা ওয়াজিব হবে।

ইমাম যুফার রহিমাহুল্লাহ বলেন—এমনকি যদি চক্ষুদয় দ্বারা ইশারা করতে পারে তখন ক্বলব (হৃদয়/অন্তর) দ্বারা সালাতের ধ্যান করবে। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم.

> তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো দাঁড়িয়ে ও বসে এবং তোমাদের পার্শ্বের ওপর কাত হয়ে।

ইমাম ইবনুল মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেন—যদি বসতে সক্ষম না হয়, তবে কাত হয়ে, তাতেও যদি সক্ষম না হয় তাহলে চিৎ হয়ে সালাত পড়বে এবং তার দু'পা সাধ্যানুযায়ী কিবলার দিকে রাখাবে। কোনো প্রশ্নকারী প্রশ্ন করল—যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম নয় সে কিভাবে অজু

---

[৬১] তবারানি : ৭২৫৪।

Scanned by CamScanner

করবে? উত্তরে তিনি বললেন, অন্য কেউ তাকে অজু করতে সাহায্য করবে। অথবা তাকে অজু করিয়ে দিবে, আর যদি অজু করা কঠিন হয়ে যায়, তখন তায়াম্মুম করাবে যদিও নাপাকি থেকে তার কাপড় বা শরীর কম রক্ষা পায়। তবে এসব কিছুর ভিত্তি হলো সক্ষমতার ওপর। যদি নাপাকি থেকে বাঁচতে পারে তাহলে ভালো ও উত্তম, অন্যথায় নাপাকি যতটুকু লেগে থাকে তার সঙ্গেই সালাত পড়বে।

উল্লেখ্য: যখন অসুস্থ ব্যক্তি সিজদাতে নিজ কপাল ভূমিতে মিলাতে সক্ষম না হয়, তখন সিজদার জন্য কোন বস্তু রাখবে না। যেমন: বালিশ ইত্যাদির ওপর সিজদা করা। বরং সে সিজদার সময় রুকু অপেক্ষা বেশী নত হবে। হাদিসে এসেছে-

عن جابر رضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى برها وقال صل على الارض إن استطعت والا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك.

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে বালিশের ওপর (সিজদাহ করে) সালাত পড়তে দেখে বালিশটি সরিয়ে বললেন—ভূমির উপর সিজদা করে সালাত পড়, যদি সক্ষম হও। অন্যথায় ইশারায় পড়ো এবং সিজদার সময় রুকু অপেক্ষা বেশি নত হও।[৬২]

Scanned by CamScanner

পাত্র অধ্যায়

১. সোনা ও রুপার পাত্র ব্যবহার করার অবৈধতা।

عن حذيفة ابن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتشر بوا فى انية الذهب والفضة ولاتأكلوا فى اصحافهما فانها لهم فى الدنيا ولكم فى الاخرة متفق عليه.

হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা সোনা ও রুপার পাত্রে পান করো না এবং তোমরা এ দু'টি থালায় আহার করো না। কারণ, এসব তাদের জন্য দুনিয়াতে আর তোমাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে।[৬৩]

ইল্লত বা কারণ

১. কেউ কেউ বলেন—এতে জান্নাতবাসীদের সঙ্গে সাদৃশ্যতা রয়েছে। কারণ, একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে সোনার আংটি পরিহিত দেখে বললেন–

مالى أرى عليك حلية اهل الجنة.

২. কি হলো আমার! আমি তোমাকে জান্নাতবাসীদের পরিধেয় পরিহিত দেখছি?
৩. এতে দম্ভ রয়েছে।
৪. এ ব্যাপারে নস রয়েছে।
৫. অনারব (কাফির) দের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। তাই এগুলো ব্যবহার করা যায়েজ নেই।

পাত্র লেপন করা

রুপা দিয়ে পাত্র লেপন করা জায়েয আছে। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন–

---

[৬৩] সহিহ বুখারি : ৫৪২৬।

Scanned by CamScanner

أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشفة سلساحة من فضة.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি পেয়ালা ভেঙ্গে গেলে সেটির ধোঁট রাখার স্থানে তিনি রুপার একটি শিকল বানিয়ে নিলেন।[৬৪]

যে ব্যক্তি সেটিকে বাধাই করেছিল বা মেরামত করেছিল, সে হলো আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। এমনই ইবনুস সালাহ এটি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেন—সোনা ও রুপার দ্বারা পাত্রকে বাঁধাই করা জায়েয হবে। তবে শর্ত হলো, সোনা ও রুপার স্থানে মুখ লাগাতে পারবে না।

কেউ কেউ এটাকে অপছন্দ করেছেন। কারণ ইবনে সিরিন রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোহার দ্বারা একটি আংটি বা আংটা বানিয়েছেন; এরপর আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সেটাকে পরিবর্তন করতে চাইলেন, কিন্তু হযরত আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু তা করতে নিষেধ করলেন।

হযরত ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন পাত্রে পান করতেন না, যার আংটায় রুপা রয়েছে অথবা তা রুপা দ্বারা বাঁধাই করা হয়েছে।

বর্ণিত আছে–

نهانا صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وتفضيض الاقداح.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সোনা পরিধান করা এবং পাত্রকে (সোনা বা রুপা দ্বারা) বাঁধাই করতে নিষেধ করেছেন।

তবে সোনা এবং রুপা ছাড়া অন্যসব খনিজ দ্রব্য ব্যবহার করা জায়েয আছে। যয়নাব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন–

---

[৬৪] সহিহ বুখারি : ৩১০৯।

Scanned by CamScanner

كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ فى مخضب من صفر.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তামা বা পিতলের একটি পাত্রে অজু করতেন।

মৃত জীবের চামড়া ব্যবহার করা

হযরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

إذا دبغ الاهاب فقد طهر.

যখন চামড়া পাকা করা হয়, তখন তা পবিত্র হয়ে যায়।[৬৫]

মাযহাব সমূহ

১. দাবাগত বা শুকানোর দ্বারা চামড়ার ভিতর ও বাহির উভয়াংশ পবিত্র হয়ে যায়, এমনকি কুকুর ও শুকরের চামড়াও। এটি আবু ইউসুফ ও জাহেরীদের মত।

২. কোনো অংশই পবিত্র হয় না, এটি হাদাবিয়্যাদের মত। আর এমনি মত প্রদান করেছেন ইবনু ওমর, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা। এ মতটিকে ইমাম আহমাদ ও মালেক রহিমাহুল্লাহ ও পছন্দ করেছেন। এক্ষেত্রে দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদিস-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আকি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন–

اتانا كتاب رسول الله صلى قبل موتها لا تنفعوا من الميتة باهاب ولاعصب.

আমাদের কাছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর আগে তার একটি পত্র এসে পৌছল। (আর তাতে লেখা

---

[৬৫] মুআত্তায়ে মালেক : ৫৮৫।

Scanned by CamScanner

ছিল) তোমরা মৃত প্রাণীর চামড়া এবং রগ দ্বারা উপকৃত হয়ো না।[৬৬]

কিন্তু উক্ত হাদিসের সনদটি ত্রুটিপূর্ণ।

- ☐ যে জন্তু ও গোশ্‌ত হালাল, তার চামড়া পবিত্র হবে।
- ☐ শুকর ব্যতীত সকল চামড়া পবিত্র হবে। শুকুরের চামড়া কোনভাবেই পবিত্র হতে পারে না। এটি হানাফি মাযহাবের মত।
- ☐ কুকুর ও শুকর ব্যতীত সকল চামড়া পবিত্র হবে। এটি শাফেয়ীদের মত।
- ☐ চামড়ার বহির্ভাগ পবিত্র হলেও অভ্যন্তর-ভাগ পবিত্র হবে না। তবে যদি কেউ শুকিয়ে নিতে পারে তাহলে পবিত্র হবে। এটি ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ্‌র মত।

গোশত খাওয়া যায় না এমন জন্তুর চামড়ার দ্বারা উপকৃত হওয়া নিষেধ।

এক্ষেত্রে দলিল হলো–

ان رسول الله صلى الله عليه وسم نهى عن جلود السباع.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিংস্রের চামড়া (ব্যবহার) করতে নিষেধ করেছেন।[৬৭]

হাদিসটি ইবনু মাজাহ ব্যতীত অবশিষ্ট পাঁচজনে বর্ণনা করেছেন, তবে আল্লামা শাওকানী তার কথাও বলেছেন।[৬৮]

মুশরিকদের পাত্র ব্যবহার করা

আবু সা'লাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমরা এমন এক ভূমিতে (অঞ্চলে) থাকি, যার অধিবাসীরা আহলে কিতাব। আমি কি তাদের পাত্রে আহার করতে পারবো?' তখন তিনি বলেন-

---

[৬৬] মুসান্নাফে ইবনু শাইবা : ২৫২৭৬।
[৬৭] মুসান্নাফে আবি শাইবা : ৩৬৪১৭।
[৬৮] সুবুলুস সালাম : ১/২৩।

Scanned by CamScanner

لاتأكلوا فيها إلا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها.

তোমরা সেগুলোতে আহার করো না, তবে যদি তোমরা সেগুলো ব্যতীত না পাও, তাহলে সেগুলো ধৌত করে নিয়ে তাতে আহার করতে পারো।[৬৯]

জাহেরিয়া, হাদেবিয়া এবং কাসেমিয়ারা বলেন—অমুসলিমদের ঝুটা নাপাক। তাদের দলিল-

انما المشركون نجس.

নিশ্চয়ই মুশরিকগণ নাপাক।

সহিহ কথা হলো অমুসলিমদের ঝুটা নাপাক নয়। দলিল হলো–

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

ان يهوديا دعا النبى صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وأعالة سنخة فأجابه

একজন ইহুদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গমের রুটি এবং পঁচা চর্বি গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালে তিনি তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।[৭০]

ইমরান ইবনু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন–

بتوضؤه ص وأصحابه من مزادة امرأة مشركة.

একজন মুশরিক নারির চামড়ার তৈরী পান পাত্র থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম অজু করেছেন।[৭১]

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক খ্রিষ্টান নারির কলস দ্বারা অজু করেছেন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে দ্বীনের পথে চলার তাওফিক দান করুন। আমিন।

সমাপ্ত

---

[৬৯] সহিহ বুখারি : ৫৪৭৮।

[৭০] মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বল : ১৩২০১।

[৭১] আল জামে আস সুনান : ২২/৪৯৫।

Scanned by CamScanner

ধূসর এ দুনিয়ায় আমাদের প্রেরণ করার পিছনে রবের কোন উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে। কিন্তু রবের বিরোধিতা করে আজ আমরা এই দুনিয়া নামক অন্ধকার পথে হেটেঁ হেঁটে নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলছি। এই দুনিয়ার সাময়িক সম্পদ, ঐশ্বর্য আর আভিজাত্যের ভিড়ে আমরা ভুলে যাচ্ছি মহান রবের কথা। এই ধূসর দুনিয়ায় লোভের রঙ্গিন চশমার ফ্রেমে বন্দি হয়ে আমরা ভুলে যাচ্ছি মহান রবের আদেশকে।

মহান রবের আদেশের অন্যতম আদেশ হলো—সালাত। সালাত কেবল আদেশই নয়, বরং মহান রবের সাথে সম্পর্ক করার এক অন্যতম মাধ্যমও বটে। সালাতই হলো একজন মুমিনের হাতিয়ার। সালাত উম্মাহর ঐক্য। সালাত মানবসমাজে সভ্যতা ফিরিয়ে আনতে পারে। সালাত আপনার জীবনের সব দুঃখকে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিবে। স্রষ্টার উত্তম বন্ধন হলো সালাত। সালাতের মাধ্যমেই মানুষ হতে পারে রবের প্রিয়-পাত্র ও প্রিয়জন। রবকে সত্যিকার ভালোবাসার একটি নিদর্শন হলো রবের কদমে সিজদা করা।

Scanned by CamScanner